চোরা-বালি

[মুখ্য দুটি নারী চরিত্র বিশিষ্ট তিন অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটক]

কিরণ মৈত্র

সিটি বুক এজেন্সী

৫৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৫৭

পি, দে কর্তৃক ৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ,
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

বাংলার বৃহত্তর নাট্যজগতের সঙ্গে যাঁরা আমার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন—

শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার

ও

শ্রীরাসবিহারী সরকার

কে—

চোরা-বালি প্রসঙ্গে

মামার কথা আর কি বলবো ?

এতগুলো পাতা ভরে এত কথা লিখেও যদি আমার বলবার কথাটি না বলে থাকতে পারি তাহলে আমার কথার কটা কথা কি তার ঘাটতি পূরণ করতে পারবে ?

মধ্যবিত্ত পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। তিল তিল করে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে,—এ সত্যটুকু, মর্মান্তিক সত্যটুকু কে না জানে ?

কিন্তু ওপর থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। আস্তে আস্তে মাটি সরে যাচ্ছে। বালিতে ভরে যাচ্ছে। বালি! নেহাতই চোরা-বালি!

যা করা উচিত তা যদি না পাই, যা করছি তা যদি বলার মতো না হয়, তাহলে যা করছি তা না বলে যা করা উচিত তাই যদি বলি তাহলে কি আমার অপরাধ হবে ?

বোধ হয়, হবে।

কিন্তু না বলেই বা কি করবো ? উপায় কি ?

মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু ব্যথা, কিছু পরাজয়, কিছু আশা আনন্দ, আর বেদনার কথা বলতে চেয়েছি নাটকে।

কতটা পেরেছি কে জানে ?

আর ইলা মৈত্র এই নাটকের প্রুফ দেখে দিয়ে অনেক সাহায্য করেছেন, যদিও তাঁকে ধন্যবাদ জানানো আমার পক্ষে সম্ভবপর হলো না।

নাটক অভিনয়ের আগে নাট্যকারকে জানাবার একটা রেওয়াজ এদেশে গড়ে তোলা ভালো।

আশা করি, সৌখীন সম্প্রদায়গুলি এ বিষয়ে মনোযোগী হবেন।

৮, দেশবন্ধু রোড (পূর্ব)
কলিকাতা-৩৫

ইতি—
কিরণ মৈত্র

যে যে চরিত্র এ নাটকে রয়েছে

রমানাথ	...	...	প্যারালিসিস রুগী
গীতা	...	...	রমানাথের নাত্নী
মহামায়া	...	...	গীতার মা
অসীম	...	...	গীতার ছোট্দা
অজয়	...	...	অসীমের বন্ধু
যতীন্	...	...	রমানাথের বন্ধু
গিরিশঙ্কর	...	...	প্রেসের মালিক
সোমনাথ	...	...	রমানাথের ছেলে
চানাচুরওয়ালা	...	...	—
সুজিত	...	...	অশোকের বন্ধু
দিলীপ	...	...	অশোকের সহকর্মী
শিপ্রা	...	...	গীতার বন্ধু
অশোক	...	...	সোমনাথের বড় ছেলে
শঙ্কর	...	...	জনৈক ভদ্রলোক
বিমল	...	...	ইনসিওরেন্স এজেন্ট
পোষ্টম্যান (১ম)	...	...	—
পোষ্টম্যান (২য়)	...	...	—
হরি	...	...	বেয়ারা

চোরা-বালি

প্রথম অঙ্ক

[পট উঠ্‌লে সাধারণ মধ্যবিত্তের একখানা সাজানো ঘর দেখা গেল। ষ্টেজের বাঁদিকে একটি ইজিচেয়ারে রমানাথ শুয়ে আছেন। বয়স ৭৫। প্যারালিসিস রুগী। উত্থানশক্তিরহিত হয়ে গিয়েছেন। কথাও বলতে পারেন না। তাঁর পাশে একটি টেবিলের ওপর কিছু জিনিসপত্তর। একটি তোয়ালে। নীচে, পায়ের কাছে একটি পিকদানি। অন্যদিকে দুটো চেয়ার আর একটি ছোট টেবিল। পেছনে বুকসেল্‌ফ। আয়না। একটি ছোট খাট। আরও কিছু টাকিটুকি জিনিস। দেওয়ালে কয়েকটি ফটো টাঙানো। একটি অশোকের। অন্যান্যগুলো রমানাথের ছোটবেলাকার, সোমনাথ প্রভৃতির। রমানাথের নাত্‌নী (সোমনাথের মেয়ে) গীতা রমানাথের পাশে একটি ছোট মোড়ায় বসে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' থেকে কিছু অংশ অভিনয়ের ভঙ্গীতে পড়ে যাচ্ছে। গীতার বয়স ২১।২২। দেখতে ভালোই। সময় সন্ধ্যে।]

গীতা। "নন্দিনী—সর্দার, সর্দার, ও কী !! ও কারা !

সর্দার। কিগো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো আনাই অস্পষ্ট হোয়ে উঠবে তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকে মানাতেও পারে।

নন্দিনী। চেয়ে দেখো ; ও কী ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ঐ কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে—ঐ যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে ?

সর্দার। ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী। মানে কী।

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক।

নন্দিনী। কিন্তু এ সব কি চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কি কিছু আছে।

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনদিন ছিল ?

সর্দার। হয়তো ছিল।

নন্দিনী। এখন গেল কোথায় ?”

[রমানাথ অতিকষ্টে হাত তুলে গীতার মাথায় রাখলেন]

গীতা। আর পড়বো না দাদু······

রমানাথ। (মুখ নেড়ে কি যেন বললেন)

গীতা। ভালো লাগছে না !

রমানাথ। (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ।

গীতা। তাহলে আর একটু পড়ি কেমন ?

রমানাথ। (হাত নেড়ে আপত্তি করেন)

গীতা। তুমি বুঝি ভাবছ দাদু আমার পড়তে কষ্ট হচ্ছে। একটুও না ! আমার অভিনয় করতে খুব ইচ্ছে হয়।···দাদু আমি ছোটবেলায় খুব ভালো পার্ট করতে পারতাম, না !

মানাথ। (মাথা নেড়ে) হাঁ।

তা। দাদু, তুমিও তো খুব ভালো পার্ট করতে পারতে? আবনের পার্ট, সাজাহানের পার্ট তোমার এখনও মনে আছে?

মানাথ। (একটু যেন ভাববার চেষ্টা করেন। তারপর অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে) না।

তা! সব ভুলে গিয়েছ! অথচ অসুখ হবার আগে তো……

[সোমনাথের স্ত্রী মহামায়া প্রবেশ করেন। বয়স ৫০ এর কাছাকাছি]

হামায়া। কিরে এখনও তুই বসে আছিস? নে, নে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নে।

তা। (উঠে, টেবিলের ওপর বইটা রেখে) তোমরা এমন কাণ্ড করছো যেন আমি লঙ্কা জয় করেছি।

হামায়া। আমি করছি নাকি? করছে তো তোর বড়দা।

তা। বড়দার যেমন কাণ্ড। স্কুল-ফাইনাল পাশ যেন কারুর বাড়ীর মেয়েরা করে না।

হামায়া। (একটু হেসে) কটা বাড়ীর মেয়েরা করে তাই বল্ না।

তা। দেখো মা তোমাদের যুগ আর নেই। এখন ঘরে ঘরে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে।

হামায়া। শিখে তো লাভ হচ্ছে বড়। সেই রান্নাঘর আর আঁতুর ঘরই তো সার। মাঝখান থেকে ছেলেমেয়েদের বাপের ফর্দে আর একটা পদ বাড়ছে।

তা। (ছেলেমানুষী ভঙ্গীতে) তাহলে এক কাজ করো মা বড়দার বিয়েটা একটা আকাট্ মুখ্যু মেয়ের সঙ্গে দিয়ে দাও!

মহামায়া। (হেসে) আমি বললেই সে করছে নাকি? আজকালকা
ছেলেরা যা সব হয়েছে।

গীতা। খুব করবে মা। বড়দা তোমার কথা কখনও ঠেলতে পারবে
না। কি বলবে তো?

মহামায়া। (বিব্রত সুরে) আহা তাই বলে একটুও লেখাপড়
জানবে না তাই আমি বলেছি নাকি? একটু ইংরিজি
খবরের কাগজ-টাগজ তোর দাদুকে পড়ে শোনাতে পারে
চিঠি পত্তর এলে তার জবাব দিতে পারে। ছেলেপুলেদে
একটু লেখাপড়া শেখাতে পারে…তারপর……

গীতা। (হাস্যমুখর ভঙ্গীতে) তারপর দরকার হলে একটা চাকরী
বাকরী করতে পারে। বলে যাও, বলে যাও……

মহামায়া। (কপট রাগে) তোদের সঙ্গে কি আর কথায় পারবার
উপায় আছে? যা, তৈরী হয়ে নিগে যা। এক্ষুনি সব
এসে পড়বে?

গীতা। বাবা কোথায়?

মহামায়া। উনি তো ওঁর সেই প্রেসের ম্যানেজারকে আনতে
গেছেন।

গীতা। বাবার দেখছি এখনও প্রেসের মায়া গেল না।

মহামায়া। কি করে যাবে বল? পঁচিশ বছর যেখানে চাকরী
করেছেন।

গীতা। আর ছোড়দা?

মহামায়া। আর কোথায়? ওনার সেই প্রাণের বন্ধু অজয়ের খোঁজে
(রমানাথের কাছে এসে) বাবা, আপনি এখন দুধটা খাবেন

মানাথ। (মাথা নেড়ে) না……

তা। দাতু, না খেলে তোমার শরীর কিন্তু টিকবে না।

মানাথ। (একটু ম্লান হাসলেন)

[নেপথ্যে অজয় আর অসীমের প্রাণখোলা হাসির আওয়াজ]

হামায়া। ঐ তো তুই মূর্তিমান এসে পড়েছেন ?

[অজয়, অসীম ঢুকল। তুজনের বয়সই ২৪।২৫এর মধ্যে।
হাসি-খুসী ভাব মুখে চোখে]

জয়। কন্‌গ্র্যাচুলেশন দিদি……

তা। খুব দেখছি ইংরিজি কায়দা শেখা হয়েছে ?

জয়। ইংরেজ রাজত্বে জম্মেও তো আর ইংরিজি শিখতে পারলাম না। অন্ততঃ কায়দাটা শিখে রাখি।

সীম। ইংরিজি তো ইংরিজি! বাংলাই শিখতে পারলাম না। তা নইলে স্কুল ফাইনালে বাংলাতেই তুবার ডবগা খাই।

জয়। আরে তুই তো তবু ডবগা খাবার চান্স পেয়েছিস আমি তো তাও পেলাম না।

হামায়া। চেষ্টা করলেই তো পেতে। তা এত দেরী হল যে তোমার আসতে !

জয়। কাকীমা, অসীমকে তুই বলেন আর আমাকে তুমি বলেন কেন ?

হামায়া। বেশ আজ থেকে তুই বলবো.! পাগল ছেলে কোথাকার ? আসতে দেরী হল কেন তাই বল্।

জয়। আরও দেরী হত কাকীমা…অসীম আমার খোঁজে আমার বাড়ী গেল…ওদিকে ওঁর খোঁজে নিতাইদার দোকানে ঠায়

দেড় ঘণ্টা আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে। ফের ও যখ দোকানে হাজির হল আমি তখন নিজের ডেরায়। এইভা আমি ওকে খুঁজছি। ও আমাকে খুঁজছে। শেষকালে এ ব্রাহ্মমূহুর্তে আমাদের দেখা হয়ে গেল। তারপরে জানলা এ বাড়ীতে আজ এলাহি কাণ্ড। তখন দুজনে এখা এসে হাজির। আগে জানতে পারলে অনেক আগেই এ হাজির হতাম। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যখন !

মহামায়া। (অসীমকে) অজয়কে কাল বলিস নি কেন ?

অসীম। ভেবেছিলাম লাষ্ট মোমেণ্টে ওকে একটা ষ্টাণ্ট দেব......

অজয়। (গম্ভীর মুখে) ষ্টাণ্ট দেওয়া বেরিয়ে যেত ! ভাগ্যিস আ কোনো এন্‌গেজমেণ্ট নেই তাই।

অসীম। আর ছাড়িস না বুঝলি ?

মহামায়া। নাও, দুটিতে সুরু হয়ে গেল···তোরা এখন ঐ কর আমার অনেক কাজ আছে।

[মহামায়া ভেতরে চলে গেলেন

অজয়। আজকের কি প্রোগ্রাম ? গীতাদি গান গাইবে ? তু আবৃত্তি করবি ? সুজিতদা···

অসীম। (গম্ভীর মুখে) সুজিতদা আসবেন না ?

গীতা। (চমকে মুখ তুলে) কি করে জানলি ?

অসীম। (আগের মত গম্ভীর হয়ে) আসার সময় দেখা হয়েছিল !

অজয়। (বিস্মীতভাবে তাকাতে অসীম চোখ টিপল)—

অজয়। হাঁ দেখা হয়েছিল !

গীতা। কি বললেন ?

অসীম। (অজয়কে) কি বললেন রে?

অজয়। (গম্ভীরভাবে) বললেন আসতে পারবেন না?

অসীম। হাঁ তাই বললেন।

গীতা। (আগ্রহের সঙ্গে) কেন?

অসীম। তা জিজ্ঞেস করি নি। কথাটা শুনেই রাগ হয়ে গেল কিনা?

গীতা। তা জিজ্ঞেস করবে কেন? কোন্ কথার পর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে হয় সে বুদ্ধি তো তোমার নেই!...

মহামায়া। (নেপথ্যে) গীতা! তুই আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না আয়।...

গীতা। যাই মা...

[গীতা ভেতরে গেল—অজয় অসীম অল্প হেসে উঠল। যতীন বাবু প্রবেশ করলেন। থুরথুরে বুড়ো। বয়স আশির কাছাকাছি।]

যতীন। এই যে অসীম...রমানাথ আজ কেমন আছে?

অসীম। দাদু তো সেই রকমই।

[অসীম রমানাথের কাছে একটা চেয়ার এনে দিল।]

অসীম। (অজয়কে) আয় কেরাম খেলি!...

যতীন। (রমানাথকে) কেমন আছিস রে?

রমানাথ। (মুখ ঘুরিয়ে নিল)

যতীন। (রমানাথকে) কাল আসিনি বলে বুঝি রাগ করেছিস? তা কি করবো বল! সতীশের কাছে গিয়েছিলাম যে আচ্ছা রে আচ্ছা কাল থেকে রোজ আসব।...কথায়

বলে না বয়েস হলে লোকে ছেলেমানুষ হয়ে যায়…তোর তাই হয়েছে।…

[রমানাথ মুখ টিপে হাসলেন। যতীন স্নেহভরে রমানাথের গায়ে হাত বুলোলেন। অসীম ওদিকে কেরাম বোর্ডটা নামিয়েছে। অজয় মাতুর বিছিয়েছে। তুজনে ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে]

অসীম। তুই আর আমি—দাতু আর যতীনদাতুর মতো বন্ধু হতে পারবো রে ?

অজয়। বোধ হয় পারবো !

[যতীন পকেট থেকে ছোট্ট একটা গীতা বার করে পড়তে থাকেন। ওদিকে অজয় আর অসীম নিঃশব্দে কেরাম খেলে যায়।]

যতীন। তারপর শোন্…

যতীন। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত বিপশ্চিত।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফল প্রদাম্।
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্চর্য প্রসক্তানাং তথাপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥
অর্থাৎ (একটু নীচু গলায়) হে পার্থ অবিবেকী পুরুষগণ বেদোক্ত কর্মের প্রশংসায় অনুরক্ত। স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম ব্যতীত কিছুই নেই—তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন।

[যতীন আরো গলা নামাতে তার কথা শোনা যায় না]

অসীম। (অজয়কে) জানিস্ কাল মা বলছিলেন তুই নাকি ঠিক এ বাড়ীর ছেলের মত…

অজয়। (ভারী গলায়) ছেলের মত। ছেলে তো নই…

অসীম। ঐ একই কথা হল।

[ওরা আবার খেলায় মন দিল, একটু পরে]

অজয়। জানিস আমার একটা খুব ইচ্ছে করে বুঝলি?

অসীম। কি?

অজয়। এই…

অসীম। থামলি কেন? বল।

অজয়। তোর মাকে মা বলে ডাকতে…

অসীম। বেশ তো ডাক না!

অজয়। কেমন যেন পারি না…সেই ছোটবেলায় মা বাপ তুজনকে হারিয়েছি তো…একদম অভ্যাস নেই…

[অজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ষ্ট্রাইক করল।]

অসীম। এই কালো ঘুঁটি মারছিস কেন? তোর তো সাদা ঘুঁটি…

অজয়। ভুল হয়ে গেছে…(অসীম অজয় আবার খেলায় মন দিল।)

যতীন। (আবার পড়তে থাকে)

ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান !!

হে অর্জ্জুন বেদের কর্মকাণ্ড কামণ্যমূলক ও সংসার প্রকাশক। তুমি নিষ্কাম হও ও কর্ম কর। তুমি সুখতুঃখাদি দ্বন্দরহিত ও সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত হও এবং যোগ ও ক্ষেমের আকাঙ্খা রহিত ও অপ্রমত্ত হও।

যতীন। আজ এই পর্যন্ত থাক্।…ও ভুলেই গেছি…তোর জন্যে চকোলেট এনেছি। ছোটবেলায় তুই কি রকম চকলেট খেতে ভালোবাসতিস তা তো আমার এখনও মনে আছে… (রমানাথ বিস্মীতভাবে তাকাতে) হাঁ রে আমার এখনও মনে আছে। আজ তাহলে এখন চলি বুঝলি? নাতি নাতনীগুলো আবার…

[যতীন উঠে দাঁড়ালেন]

অসীম। বাঃ যতীনদাদু…চলে যাচ্ছেন যে…আজ এখানে আপনার নেমন্তন্ন আছে না…

যতীন। ওহোঃ, তাইতো বটে। একটু রাত করে আবার আসব'খন। কেমন?

[যতীন চলে গেল। অসীম অজয় খেলতে থাকে। তারপর অসীম জিজ্ঞেস করে।]

অসীম। যাদের কাছে থাকিস ওরা তোর কে হয়?

অজয়। অনেক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি।…খুব ভালোমানুষ ওরা। তাই বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন আমাকে। একটু উপকার করতে পারি না ওদের।

অসীম। করলেই পারিস।

অজয়। পারি না যে!

[অসীমের বাবা সোমনাথ আর গিরিশঙ্কর প্রবেশ করলেন। গিরিশঙ্কর প্রেসের মালিক। উভয়েই প্রায় সমবয়সী। অজয় আর অসীম তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।]

সোমনাথ। থাক্ থাক্ তোদের আর উঠতে হবে না। খেলছিস খেল্। চেয়ারটা এদিকে এনে দে।

[অসীম চেয়ারটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিয়ে আবার খেলায় বস্‌ল।]

গিরিশঙ্কর। উনি কে হন আপনার ?

সোমনাথ। বাবা।

গিরিশঙ্কর। ওঃ !

[গিরিশঙ্কর নমস্কার করলেন। রমানাথ হাত তুলে নমস্কার করতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। তুজনে চেয়ারে এসে বসলেন।]

গিরিশঙ্কর। ক'দিন ?

সোমনাথ। ক'দিন নয় ? বলুন ক' বছর। পাঁচ বছর হল বাবা প্যারালিসিস্ হয়ে পড়ে আছেন। আগে তবু তু-চারটে কথা বলতে পারতেন, একটু-আধটু হাঁটতে পারতেন, এখন তো তাও পারেন না। সারাদিনই তাঁর ঐভাবে কাটে। বয়সও তো আশি বছর হতে চলল।

[গিরিশঙ্কর ব্যথিত দৃষ্টিতে রমানাথের দিকে তাকালেন। রমানাথ তখন চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছেন।]

সোমনাথ। কৈ রে গীতা, কোথায় গেলি ?

[গীতা ঢুকল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল।]

গিরিশঙ্কর। তোমার পাশের খবর পেয়ে ভারী খুশী হয়েছি।

আমার হতভাগা ছেলেটা তো তিনটে মাষ্টার রেখেও পাস করতে পারল না……

[গীতা প্রণাম করল]

গিরিশঙ্কর। জীবনে বড় হও…সুখী হও…ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি…

সোমনাথ। (দুঃখের সুরে) বড় হবার স্বপ্ন আর ওদের দেখাতে পারলুম কৈ ?

গিরিশঙ্কর। স্বপ্ন দেখান যায় না। স্বপ্ন মানুষ নিজেরাই দেখে।

সোমনাথ। (গীতাকে) অশোক কোথায় ?

গীতা। বড়দা এখনও ফেরে নি।

সোমনাথ। আজও আবার অফিস গেছে নাকি ?

গীতা। বোধ হয় না। অনেক বেলায় বেরিয়েছে।

সোমনাথ। তোর মাকে বল গিরিশঙ্করবাবুর জন্যে এক কাপ চা করতে। [গীতা ভেতরে চলে গেল।]

গিরিশঙ্কর। আজ তাহলে আপনার বাড়ীতে এক রকম উৎসব বলতে হবে।

সোমনাথ। না, না, উৎসব আর কি, সবাই মিলে একটু আনন্দ করা এই যা……

গিরিশঙ্কর। কি জানেন সোমনাথবাবু, বাংলার মানুষের ঘর থেকে এই আনন্দ করার ভাবটা একেবারে চলে গিয়েছে। দুঃখ-দুর্দশা সে তো মানুষের সঙ্গী। তার দাস হতে যাব কেন ? সব কিছুর মধ্যে থেকেও একটু আনন্দ করবার অবসর করে নিতে হবে বৈ কি ?

সোমনাথ। অশোকও ঐ কথা বলে? বাবার তো ঐ অবস্থা। আমি তো রিটায়ার করে বসে আছি। অশোকই একমাত্র রোজগারে ছেলে। ওটার তো পড়াশুনা কিছু হল না। গীতাটা যা হোক করে তবু পাশ করল। তাই বললো একটু আনন্দ করা যাক। না হয় কিছু খরচই হবে।

গিরিশঙ্কর। তা বেশ করেছেন। আসুন, একটু কাজের কথায় আসা যাক। বলছিলাম যে……

সোমনাথ। দাঁড়ান, বাবা বোধ হয় কিছু চাইছেন!

[সোমনাথ রমানাথের কাছে উঠে এলেন।]

সোমনাথ। কি চাই?

রমানাথ। (চোখের ইসারায় পানের ডিবেটা দেখিয়ে দেন।)

সোমনাথ। পান খাবে?

[সোমনাথ পানের ডিবে খুলে একটা পান রমানাথের মুখে দিয়ে পিকদানিটা ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর রেখে গিরিশঙ্করের কাছে আসেন।]

সোমনাথ। বলুন কি বলছিলেন?

গিরিশঙ্কর। বলছিলাম যে আপনি আবার প্রেসে কাজ নিন।

সোমনাথ। না…তা…

গিরিশঙ্কর। আজকের দিনে লোকে আর মন দিয়ে কাজ করতে চায় না। এই দেখুন না, আপনার জায়গায় দুজন লোক রেখেও কাজ তুলতে পারছি না।

সোমনাথ। পঁচিশ বছর তো কাজ করলুম। এখন আর কেমন যেন……

গিরিশঙ্কর। ভালো লাগছে না কেমন? তা তো না লাগাই স্বাভাবিক। তবে এটুকু বলতে পারি আগের মত আর আপনাকে খাটতে হবে না। শুধু একটু-আধটু দেখা শোনা করবেন অবশ্য মাইনেটা আপনাকে আর একটু কম নিতে হবে।

সোমনাথ। কিন্তু অশোক কিছুতেই রাজী হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তার চাইতে বলছিলাম কি—আর সে কথা তো আগেই বলেছি, আমার বদলে অসীমকে যদি···

গিরিশঙ্কর। প্রেসের কাজে একটু-আধটু অভিজ্ঞতা না থাকলে কি চলে? তা ছাড়া ইংরাজিতেও বেশ একটু জ্ঞান থাকা দরকার। আপনিই বলুন দরকার নয়!

[গীতা চা ও খাবার নিয়ে ঢুকল]

গিরিশঙ্কর। না, না খাবার-টাবার আমি কিছু খাব না। বরঞ্চ শুধু চা-ই দিয়ে যাও।

[গিরিশঙ্কর চায়ের কাপ হাতে নিলেন]

অসীম। (অজয়কে) আরে দুৎ! তুই আমার সঙ্গে কি খেলবি? নিলে খাইয়ে দিলাম।

অজয়। আচ্ছা আয়। আর এক গেম।

[গীতা খাবারের ডিস নিয়ে ভেতরে যেতে যাবে]

অসীম। এই, এইখানে দিয়ে যা···

[গীতা ইতঃস্ততঃ করল]

অজয়। রেখে যাও গীতাদি···হেরে গেলে খাইয়ে দেব বলেছিলাম। হেরে গেছি। খেয়ে নিক।

[গীতা হাসতে হাসতে খাবারের ডিস রেখে চলে গেল। ওরা দুজনে খেলার ফাঁকে ফাঁকে খাওয়ায় মন দিল।]

গিরিশঙ্কর। তাহলে আমি চললাম।

সোমনাথ। সে কি? আপনি এক্ষুনি চলে যাবেন?

গিরিশঙ্কর। আর বসবো না। আমি চলি। একটু কাজ আছে। তাছাড়া আমার পেটের অবস্থার কথা তো আপনি জানেন। খেতে না পাওয়ার জ্বালার চাইতে খেতে না পারার জ্বালা কম নয়। (যেতে গিয়ে আবার ঘুরে এসে) হাঁ যা বললুম, ছেলেকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, রাজী নিশ্চয়ই হবে।

[গিরিশঙ্কর চলে গেলেন অসীম খেলা ছেড়ে উঠে এল।]

অসীম। বাবা আবার তুমি প্রেসের কাজ নিচ্ছ!

সোমনাথ। না…না…কাজ নিতে যাবো কেন?…বললেন তাই একেবারে না করতে পারলাম না। তা কৈ গো…রান্নাবান্না…

[সোমনাথ ভেতরে গেলেন]

অজয়। (কাছে এসে) জানিস আমার প্রেসে কাজ করতে খুব ইচ্ছে করে। কেমন অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে—

অসীম। তোর তো অনেক কিছুই করতে ইচ্ছে করে এদিকে তো কিছুই পারিস না।

অজয়। তা পারি না…আচ্ছা বলতো কার জন্যে আমি করবো? কে আমার আছে? এ পৃথিবীতে সবারই বাপ, মা, ভাই, বোন আত্মীয়স্বজন কেউ না কেউ আছে। কিন্তু আমি! এ পৃথিবীতে একা! একদম একা!!

(অজয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল)

অসীম। তুই মাঝে মাঝে বড় দার্শনিকের মত কথা বলিস! একা
কি! আমি আছি না!…আমরা আছি না!

অজয়। তোরা আছিস বলেই তো পৃথিবীতে আছি। নইলে
কবে যে—

অসীম। আবার!

[অজয় চুপ করে যায়। অসীম একটু সময়
ওর দিকে তাকিয়ে থেকে]

অসীম। দেখ্…আয়…আমরা কিছু করি…

অজয়। কি করবো?

অসীম। কাজ।

অজয়। কোথায় পাব?

অসীম। চাকরী নয়।

অজয়। তবে?

অসীম। ব্যবসা। ছোটখাট ব্যবসা। যাতে মূলধন খুব কম লাগবে।

অজয়। যেমন।

অসীম। যেমন ধর। বাড়ীবাড়ী গামছা বিক্রী। ছিট কাপড়
বিক্রী। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সস্তা দরে কলম বিক্রী…

অজয়। তাতেও তো টাকা লাগবে!

অসীম। তাহলে ধর। ট্রেণে ট্রেণে কোম্পানীর এজেন্সী নিয়ে দাদের
মলম বিক্রী কিংবা চানাচুর……

[নেপথ্যে একজন চানাচুরওয়ালার গলা শোনা গেল।]

চানাচুরওয়ালা। (নেপথ্যে) চাই চানাচুর……

অসীম। ঐ যে, ঠিক ঐ ভাবে ট্রেণে ট্রেণে চেঁচাব, 'চাই চানাচুর'।

অজয়। চেঁচানোর চাইতে আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে।

অসীম। তাহলে দুআনা পয়সা বার কর।

অজয়। আমার কাছে দুটি নয়া পয়সা আছে।

অসীম। তাহলে চেপে যা...আয় বোস... আর একটা গেম নিলে দিয়ে নি।

অজয়। গীতাদি তো আজ মুডে আছে। চেয়ে নিয়ে আয় না।

অসীম। মুডে ছিল। সুজিতদা আসবে না শুনে কেটে গেছে।

চানাচুরওয়ালা। (নেপথ্যে) চাই চানাচুর...

অসীম। দেখি মার কাছ থেকে ম্যানেজ করতে পারি কিনা...

[অসীম ভেতরে গেল। অজয় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চানাচুরওয়ালাকে ডাকল। চানাচুরওয়ালা ঢুকল।]

চানাচুরওয়ালা। কত দেব বাবু......

[অসীম ঢুকল]

অসীম। দাও দু-আনার দাও।

চানাচুরওয়ালা। (কাগজে চানাচুর তুলতে লাগল)

অসীম। কত দিন হলো চানাচুর বিক্রী করছো।

চানাচুরওয়ালা। এই মাস দুয়েক হলো বাবু...

অসীম। কি রকম হয়!

চানাচুরওয়ালা। রোজ একটাকা, পাঁচসিকে থাকে।

অজয়। মাত্র!

চানাচুরওয়ালা। তাও বাবু বারো ঘণ্টা খেটে। নিন বাবু! (অজয়কে দিল)

অসীম। আগে কি করতে?

চানাচুরওয়ালা। ট্রেণে হকারী করতাম, দাদের মলম…আশ্চ মলম…হাতকাটা তেল… দাঁতের মাজন।

অজয়। তার আগে……

চানাচুরওয়ালা। কত কি করেছি বাবু! কাগজ বেচেছি…গামছ বেচেছি।

অসীম। তা ট্রেণের হকারীটা ছাড়লে কেন?

চানাচুরওয়ালা। আজকাল কত শিক্ষিত নোক এয়েছে এ নাইনে বড় বড় ইংরিজি কথা বলে। দামী দামী নেকচার দেয় লোকে তাদের কথাতেই বিশ্বেস করে। আমার নাইনে বাবু আমরা মাত্র তিনজন ছিলাম। রোজ তিনচার টাক কামাতুম…হঠাৎ স্নুন্দর মত এক ভদ্দরনোক এল। নম্বা নম্বা ইংরিজি নেকচার ছাড়লো। দাদ্ কি করে হয়, মাথা কেন ধরে, সেই সব ডাকতারী কথা! ব্যস। আমার অন্ন উঠলো। শেষকালে চানাচুর বিক্রী ধরলুম…নিন বাবু… [অসীমকে দিল]

অসীম। (পয়সা দিয়ে) তুমি রোজ গান গাইতে গাইতে যাও। গান বাঁধে কে! স্নুর দেয় কে!!

চানাচুরওয়ালা। আমিই বাবু। দেশে যে আমার কবিয়াল বলে খুব নাম ডাক ছিল। আমার ভারী সোন্দর গলা ছিল বাবু, সক্কলে আমার গানের খুব স্নুখ্যেত করত। কত নাম ছিল বাবু, কত পয়সা কামাতুম। (গভীর দুঃখের সঙ্গে) সে দেশের হাল তো আর নেই…তাই এখন চানাচুরের ওপর গান বাঁধছি বাবু! আরও যখন বুড়ো হবো। যখন

এ রকম করে আর খাটতে পারব না। তখন কার ওপর গান বেঁধে পেট চালাব। বৌ ছেলের পেট কি করে চলবে ?···কি করে চলবে বাবু···বলো নি ?

[চানাচুরওয়ালা প্রায় কেঁদে ফেলে যেন। অজয় অসীম পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে।]

অসীম। (বুঝি নিজেকে সংযত করবার জন্যেই) যাই গীতাকে ছুটি দিয়ে আসি। [অসীম ভেতরে গেল]

চানাচুরওয়ালা। (একটু সংযত হয়ে) চলি বাবু, তোমরা ভালো নোক, তাই ডুটো মনের কথা বলে ফেললুম···

[চানাচুরওয়ালা যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর দেওয়ালে টাঙ্গানো অশোকের ফটোর কাছে এসে দাঁড়ায়। ঘুরে ফিরে বারবার দেখে। তারপর জিগ্যেস করে।]

চানাচুরওয়ালা। এ ফটোটা কার বাবু ?

অজয়। ওটা ওর দাদার···

চানাচুরওয়ালা। আশ্চর্যি বাবু···মানুষের চেহারার মিল এমনও হয়! ঐ যে বাবুটি আমার নাইনে নুতন এলেন তার চেহারা অবিকল এই রকম দেখতে।···আর ঐ···বাবুটিরও চেহারা যেন অনেকটা···তখন থেকেই আমার মনে কেমন সন্দ······

[অজয় হত-বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। চানাচুরওয়ালা বিব্রত বোধ করে নিজের কথাতেই। অভ্যেস বশে চেঁচিয়ে ওঠে।]

চানাচুরওয়ালা। (সুরে) রামচরণের কুড়মুড় ভাজা
না খেলে যায় না বোঝা

একবার খেলেই পাবেন মজা
রামচরণের···

[চানাচুরওয়ালা বেরিয়ে যেতে চায়। অজয় ডাকল।]

অজয়। এই শোন···

চানাচুরওয়ালা। আর নেবেন বাবু···

অজয়। [ভালো করে চানাচুরওয়ালাকে দেখতে লাগলো।]

চানাচুরওয়ালা। (বিস্মিতভাবে) কি দেখছেন বাবু?

অজয়। তোমাকে আর কোথায় যেন দেখেছি!

চানাচুরওয়ালা। ট্রেণে দেখে থাকতে পারেন বাবু···

অজয়। উঁহুঃ।

চানাচুরওয়ালা। খেলার মাঠে···

অজয়। উঁহুঃ।

চানাচুরওয়ালা। তাহলে কোথায় দেখেছেন?

অজয়। নাঃ! তুমি নও। আমাদের ফরেষ্ট মিনিষ্টার অনেকটা তোমার মত দেখতে কিনা! তাই ভাবলাম তুমিই বুঝি সেই।

চানাচুরওয়ালা। (বিব্রতভাবে হাসতে হাসতে) কি যে বলে বাবু···সে সব আপনারা হতে পারেন চেষ্টা করলে···আমরা কি আর পারি?

[চানাচুরওয়ালা চলে গেল। অসীম ঢুকল।

অসীম। ওঃ গীতা সব চানাচুরটাই···

অজয়। (হাসতে হাসতে) এই জানিস্—চানাচুরওয়ালাটা যাবার সময় বেশ মজার কথা বলে গেল···অশোকদাকে নাকি ওর

লাইনের সেই লোকটার মত অবিকল দেখতে। তোকেও বাদ দেয়নি। আমি এমন কথা বলে দিয়েছি না···

সীম। তাই নাকি···

[ওরা উভয়েই হেসে উঠল। বেশ একটা প্রাণখোলা হাসি হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেন যেন পারল না। দুজনে একটু পরে চুপ করে গেল। চুপ করে রইলও খানিকক্ষণ।]

জয়। তুই হাসলি না যে···

সীম। কেমন যেন পারলাম না···তুইও তো পারলি না···

জয়। লোকটার কথা মনে পড়ে গেল···ভাবলাম ছোটবেলায় ও লোকটাও স্বপ্ন দেখত···বড় হয়ে মিনিষ্টার না হোক···খুব বড় কবিয়াল হবে······ওঁর গাঁ ছেড়ে সারা দেশে ওর নাম ছড়িয়ে পড়বে···

সীম। আবার দার্শনিকের মত কথা বলতে সুরু করলি তো !

জয়। আর একটা কথাও মনে হল।

সীম। কি ?

জয়। ও ঐ কথাটা বললো কেন ?

সীম। ও রকম অনেক সময় মনে হয়···দেখ্ আমরাও না প্রথমে চানাচুর বিক্রী করা থেকে সুরু করব···তারপর আস্তে আস্তে ছিট কাপড়···তারপর ছোট্ট একটা দোকান দেব··· তারপর···কি ভাবছিস্ ?

জয়। একটা কথা বলবি আমাকে ?

সীম। বল্।

জয়। লুকোবি না···

অসীম। কোন কথা লুকিয়েছি···

অজয়। তোকেও তো অনেকটা অশোকদার মত দেখতে······

অসীম। তা কি হয়েছে।

অজয়। তুই-ই ট্রেণে······

[রমানাথ হঠাৎ কেসে ওঠেন। অনেকক্ষণ ধরে কাসি। অসীম অজয় কাছে আসে। অসীম পিকদানিটা মুখের সামনে ধরে। রমানাথ থুতু ফেলেন। অজয় তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয়। রমানাথ হাঁপাতে থাকেন। অসীম চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে দেয়। রমানাথ শান্ত হয়ে চোখ বোজেন।]

অসীম। চল্······ওঘরে গিয়ে খেলি !

অজয়। তাই চল্······

[অজয় অসীম কেরামবোর্ড আর ঘুঁটিগুলো নিয়ে ওঘরে যায়। সুজিত ঢোকে। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। হাতে একটা প্যাকেট। বইএর। অন্যধার দিয়ে গীতা হাতে দুধের বাটী নিয়ে ঢুকল। সুজিতকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর কিছু না বলে রমানাথের কাছে এসে—]

গীতা। দাদু···এই দুধটুকু খেয়ে নাও !

রমানাথ। (ঘাড় নেড়ে) না।

গীতা। (হুকুমের সুরে) নাও। খেয়ে নাও।···

[নিরুপায় রমানাথ দুধটুকু খান। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গীতা দুধের বাটীটা নিয়ে ভেতরে যেতে থাকে]

জিত। রাগ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

তা। না। আসতে পারবেন না বলেছিলেন। এলেন যে বড়।

জিত। কাকে বলেছি ?

তা। ছোড়দাকে।

সুজিত। ওর সঙ্গে আমার দেখা হল কখন যে বললাম।

গীতা। (হেসে ফেলে) দেখেছেন কি রকম ছেলে !

সুজিত। তোমার জন্যে এই উপহার এনেছি। নাও।···

গীতা। (প্যাকেটটা খুলে) বা রবীন্দ্রনাথের বলাকা···

সুজিত। ওর মধ্যে একটা কবিতা আছে। বেশ ভালো লাগল। তার প্রথম কটা লাইন হলো···

এইক্ষণে

মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন বাতায়নে
যে তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত আলোতে
সে তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সঙ্গীত
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।···

সুজিত। কি বুঝলে ?

গীতা। বুঝলাম। এরপর আমাদের নিঃশব্দে থাকা উচিত। দাদু রয়েছেন।

[সুজিত আর গীতা ষ্টেজের পেছনে গিয়ে আস্তে আস্তে কি যেন কথা বলতে থাকে। সোমনাথ প্রবেশ করেন। গীতা তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যায়।]

সোমনাথ। এই যে সুজিত। কতক্ষণ এসেছো!

সুজিত। এই এলাম! অশোক কোথায়?

সোমনাথ। কেন! তোমার ওখানে যায় নি!

সুজিত। নাঃ।

সোমনাথ। (আশ্চর্যের সঙ্গে) সে কি! সবাইকে আসতে বলে আবার কোথায় গেল? আজকালকার ছেলেরা সব—

সুজিত। কখন বেরিয়েছে অশোক।

সোমনাথ। সেই তো সকালে বাজার টাজার করে দিয়ে গেল। তুমি ওর অফিসে একটু যদি…

সুজিত। অফিসে! ওতো এখন ছুটিতে আছে?

সোমনাথ। ছুটি! আশ্চর্য, ছুটির কথাতো কৈ?

সুজিত। (হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে) ওহো মনে পড়েছে কাকাবাবু, অশোক বোধ হয় বেহালায় গেছে।

সোমনাথ। বেহালায়! কেন?

সুজিত। ওখানে তার অফিসের এক বন্ধু আছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নেমন্তন্ন করতে গেছে। আগে করতে ভুলে গিয়েছিল।

সোমনাথ। সেইতো সকালে বেরিয়েছে। এতক্ষণেও ফেরবার সময় হলো না।

সুজিত। তাহলে হয়ত সঙ্গে করেই নিয়ে আসবে।

সোমনাথ। তাই হয়তো হবে।

(নেপথ্যে জনৈক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা গেল)

—অশোকদা আছেন?

সোমনাথ। দেখতো সুজিত অশোককে কে ডাকছে।

[সুজিত দরজা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়াল।]

সুজিত। আসুন।

[দিলীপ ঢুকল। বয়স ৩০।৩২]

দিলীপ। অশোকদা আছেন।

সুজিত। না নেই। তবে বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বেন। আপনি বসুন।

[দিলীপ বসল]

দিলীপ। আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারবো না। আমার একটু অন্য জায়গায় কাজ আছে।

সোমনাথ। আমি তার বাবা। তোমার কি বলবার আছে তুমি বলে যেতে পার। সে এলে আমি তাকে বলে দেব।

দিলীপ। আমার নাম দিলীপ বোস। দিলীপ বললেই অশোকদা বুঝতে পারবেন। তার সঙ্গে এক অফিসে…

সুজিত। (তাড়াতাড়ি কাছে এসে) আপনি অশোকের সঙ্গে কাজ করেন।…কাকাবাবু আপনি ভেতরে যান না। শুধু শুধু বসে থেকে কষ্ট করবেন কেন? আমি বরঞ্চ—

সোমনাথ। কষ্ট আর কি।…হাঁ…তা কি বলছিলে বাবা…

দিলীপ। অশোকদা তো আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী ছিলেন। সেবারে ধর্মঘট মিটে যাবার কিছুদিন পরেই কোম্পানী—

সুজিত। (আবার ব্যস্ততায়) জানেন কাকাবাবু, আমি ক'দিন আগে আপনার ঐ প্রেসে গিয়েছিলাম। সকলে আপনার খুব নাম করছিল।

সোমনাথ। (আনন্দিত সুরে) তাই নাকি ? তা তো করবেই। অতদিন ওখানে কাজ করেছি। আবার হয়তো—হাঁ তারপর কি বলছিলে ?

দিলীপ। এবারে আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছেন প্রভাত রায়। প্রভাতবাবুই আমাকে অশোকদার কাছে পাঠিয়েছেন এই দরখাস্তটা দিয়ে। বলে দিয়েছেন কালকের মধ্যেই যেন—

[দিলীপ পকেট থেকে একঠা খাম বার করল। সোমনাথ হাত বাড়িয়ে নেবার আগেই সুজিত তা প্রায় ছোঁ দিয়ে নিয়ে নিল। খামটা খুলল তাড়াতাড়ি। পড়ল। তারপর একটু উঁচু গলায়···]

সুজিত। ওঃ বুঝতে পেরেছি। অসীমের চাকরীর জন্যে একটা দরখাস্ত টাইপ করে পাঠিয়েছেন। যথেষ্ট ধন্যবাদ তাঁকে।

দিলীপ। কিন্তু আপনি বোধ হয় একটু ভুল করেছেন। ও দরখাস্তটা—

সুজিত। না-না···ভুল হবে না। কালকেই অশোক গিয়ে ঠিক করে দিয়ে আসবে।···

দিলীপ। কালকে নিশ্চয়ই appointment হয়ে যাবে। সব বলা আছে পরশু থেকে join করবেন। আমাদের এখানে অশোকদার যা মাইনে তার চাইতে অনেক বেশিই পাবেন।

সুজিত। কাকাবাবু, অসীম তাহলে অশোকের চাইতে বেশি মাইনে পাবে।

সোমনাথ। (আনন্দিত সুরে) এ্যাঁ তাই নাকি !

দিলীপ। আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে যে আপনারা…

সুজিত। (দিলীপকে) আপনার কোথায় কাজ আছে বলেছিলেন না?

দিলীপ। (উঠে পড়ে) ও হ্যাঁ। আমি তাহলে এখন চলি বুঝলেন?

সোমনাথ। না, না, যাবে কেন? একটা শুভদিনে এসে পড়েছে। একটু চা জলখাবার খেয়ে যাক।…কৈ গো…শুনছো?

[সোমনাথ ভিতরে চলে গেলেন। দিলীপ বসে রইল। সুজিত একটু ঘুরে বেড়াল। তারপর না বলে যেন পারছে না তেমনি ভাবে দিলীপকে বল্‌লে।]

সুজিত। আমার মনে হয়, কাকাবাবু আসবার আগেই আপনার চলে যাওয়াই উচিত হবে।

দিলীপ। হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়।

[দিলীপ আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেল]

সোমনাথ। (একটু পরে, নেপথ্যে) আঃ চলো না তাড়াতাড়ি। সামান্য এক ডিস খাবার সাজাতে তোমার এক ঘণ্টা হ'য়ে গেল। কতক্ষণ ধরে যে ছেলেটি বসে আছে।

মহামায়া। (নেপথ্যে) তুমি বড্ড ব্যস্ত-বাগীশ মানুষ। ঘরের ছেলে ঘরে একটু বসে আছে তো কি হয়েছে! রাস্তায় তো আর পড়ে নেই।

সোমনাথ। তোমাদের সঙ্গে তো আর কথায় পারবার উপায় নেই। এখন চলো তো?

[সোমনাথ আগে, পেছনে মহামায়া খাবারের ডিস নিয়ে ঢুকলেন।]

সোমনাথ। এস, বাবা এস, অনেকক্ষণ তোমাকে—(ঘরে দিলীপকে দেখতে না পেয়ে) কোথায় গেল ছেলেটি…

সুজিত। চলে গেল।

মহামায়া। যেতে দিলে কেন ?

সুজিত। বললো, বিশেষ কাজ আছে।

সোমনাথ। আশ্চর্য, আজকালকার ছেলেরা যেন কেমন হয়েছে। (মহামায়াকে) খাবারটা নিয়ে যাও।……

মহামায়া। দেখি বাবা, যদি খান…

[মহামায়া রমানাথের কাছে এলেন। কি যেন বললেন। তারপর যত্নভরে একটু একটু করে রসগোল্লা ভেঙ্গে তাকে খাওয়াতে লাগলেন।]

সোমনাথ। সুজিত! তোমার কাকীমাকে সুসংবাদটা দিয়ে দাও!

সুজিত। কিসের ?

সোমনাথ। ঐ যে, অসীমের চাকরী হবার কথা!

সুজিত। (বিকৃত সুরে) আগে হোক, তারপর না হয়…

সোমনাথ। ও হবেই। ছেলেটি যে ভাবে বলে গেল। শুনছ, কাল অসীমের একটা ভালো চাকরী হবে। অশোকের চাইতে বেশি মাইনে পাবে।

মহামায়া। (আনন্দিত সুরে) এ্যাঁ,…এতক্ষণ কথাটা বলো নি… খোকা॥ খোকা।

[অসীম ঢুকল। পেছনে অজয়।]

মহামায়া। খোকা শোন। কাল থেকে তোর একটা ভাল চাকরী হবে।…

অসীম। যাঃ।
মহামায়া। সত্যি! সুজিতকে জিগ্যেস কর।
অসীম। সত্যি সুজিতদা।
সুজিত। (অনেক কষ্টে) হ্যাঁ।
অসীম। ঠিক।
সুজিত। হাঁ।

(অসীম প্রায় লাফিয়ে উঠল। তারপর অজয়ের কোমর ধরে নাচতে নাচতে)

অসীম। আমার চাকরী হবে।...গীতা...গীতা...[গীতা ঢুকল।]
গীতা। কি বলছ!
অসীম। আমার চাকরী হবে!...কাল থেকে।...(রমানাথের কাছে এসে) দাদু...আমার চাকরী হবে।
অজয়। (আনন্দিত সুরে) কাকীমা, আজ আমার আর একা লাগছে না। মনে হচ্ছে আমার মা আছে, বাবা আছে, ভাই বোন সবাই আছে!...সবাই আছে।

[যতীন প্রবেশ করলেন]

অসীম। (যতীনের কাছে এসে)...যতীনদাদু কাল থেকে আমার চাকরী হবে!
যতীন। তাই বুঝি খুব আনন্দ। গীতা পাস করল। তোমার চাকরী হল। ...(রমানাথের কাছে এসে) এই মনে আছে! তোর যেদিন প্রথম চাকরী হল। আমিই সবাইকে খাইয়ে দিলাম...। মনে আছে!

[রমানাথ আনন্দের হাসি হাসলেন]

গীতা মা, তুমি তাহলে একটা গান শুনিয়ে দাও।

অজয়। হাঁ, ঐ গানটা গাও। রবি ঠাকুরের গান......বিপদে মোরে রক্ষা করো......নাও ধরো...

গীতা। শুধু গলায়...

যতীন। তাতে কি হয়েছে। আহা......ও...আমিও সঙ্গে গাইছি। কি রে রমা...ছোটবেলায় আমি ভালো গাইতে পারতাম না।......তুই তো তবলায় ঠেকা দিতিস?

[গীতা ও যতীন গাইতে সুরু করল।]

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা;
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

[গানে অজয় যোগ দিল।]

দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা;
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

[গানে অসীমও যোগ দিল।]

সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

[গানের মাতনে সকলকার মনই ভেসে যায়। শুধু সুজিতকে যেন অত্যন্ত চঞ্চল দেখা যায়। শেষে ইসারায় সোমনাথকে ষ্টেজের এককোণে ডেকে এনে...।]

জিত। একটা কথা না বলে পারছি না।

ামনাথ। কি ?

জিত। চাকরীটা অসীমের হবে না। অশোকের হবে।......

ামনাথ। তার মানে ? এ চাকরীটা ও ছেড়ে দেবে না কি ? না না...তা কখনো হতে পারে না। এখানে Seniority আছে। দুদিন বাদে higher post পাবে......না না, তুমি অশোককে...

ুজিত। অশোকের এ চাকরী অনেকদিন চলে গিয়েছে।

[স্তম্ভিত বিমূঢ় সোমনাথের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। ওদিকে গানের কলিকটি "দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে"......আবার শোনা যায়......]

সামনাথ। কি বললে সুজিত! অশোকের চাকরী নেই। তাহলে সে এতদিন ধরে মাসের শেষে মাইনে বলে টাকা এনে দিতো কি করে ?

সুজিত। অশোক ট্রেণে হকারী করে...

[জনৈক ব্যক্তিকে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকতে দেখা গেল। ওদের ঐ ভাবে গান গাইতে দেখে থতমত খেয়ে যায় তারপর বলে।]

ভদ্রলোক। এই বাড়ীতেই কি অশোক রায় থাকেন ?

অসীম। হাঁ। কেন বলুন তো...

ভদ্রলোক। চলন্ত ট্রেণ থেকে পড়ে গিয়ে অশোকবাবু ভীষণ wounded হয়েছেন। তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অসীম। (চীৎকার করে) কি বললেন? ট্রেণ থেকে পড়ে গিয়ে দাদার এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে!…মা! বাবা!!

[তৎক্ষণাৎ গান থেমে যায়। মূহুর্তে পরিবেশ এক সকরুণ মূর্ত্তি ধারণ করে।

মহামায়া। কি বললি?

অসীম। (অস্ফুট কণ্ঠে) দাদা…ট্রেণ থেকে……পড়ে গিয়ে…..এ্যাক্সিডেন্ট……

[মহামায়া আর্তনাদ করে উঠে সেইখানেই অজ্ঞানের মত হয়ে শুয়ে পড়েন। গীতা মা, মা বলে তার কাছে ছুটে আসে। সোমনাথ স্তম্ভিত হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন। অজয়, সুজিত ভদ্রলোককে ঘিরে দাঁড়ায়। দুদিকের পট এসে ধীরে ধীরে মিলে যায়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[তিন মাস পরের একদিন সকাল। পট উঠলে আগের দৃশ্যপটই দেখা গেল। কেবল একটু অবিন্যস্ত ভাব চারদিকে। রমানাথ ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। আগের চাইতে তাঁর চেহারা আরও খারাপের দিকে গেছে। সোমনাথ ব্যস্তভাবে ঢুকলেন। সোমনাথের চেহারাও এই ক'মাসে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। মহামায়া পেছন পেছন এলেন। তাঁর হাতে একটা পানের ডিবে।]

সামনাথ। (ব্যস্তভাবে) সেই বেলা হয়ে গেল। কর্তা কাল কতবার করে বলে দিলেন যে আজ আটটার মধ্যেই অফিসে আসবেন। আর সেই…কৈ পানের ডিবেটা দাও।

[পানের ডিবেটা নিয়ে একটা পান খেয়ে ডিবেটা পকেটে রাখলেন।]

হামায়া। আজ আর তুমি ওভারটাইম করো না। বুঝলে ?

সামনাথ। (ম্লান হেসে) কি যে বলো ?

হামায়া। একে তো দশঘণ্টার চাকরী, তার ওপর আবার ওভার-টাইম করার কি দরকার।

সামনাথ। ওভারটাইম না করলে অতগুলো টাকা শোধ হবে কি করে ? অশোকের চিকিৎসার জন্যে কত টাকা ধার নিয়েছি জানো ? কর্তা নেহাৎ ভালো মানুষ। নইলে শুধু কথায় এত টাকা ধার কেউ দেয় নাকি ?

মহামায়া। তাই বলে এই ভাবে খাটা কখনই উচিত হচ্ছে না।

সোমনাথ। (আফশোষের সুরে) খাটতে এসেছি। খেটেই যাবো তার আবার উচিত অনুচিত কি ?

মহামায়া। শরীরে সইলে তবে তো খাটবে ! কাল অফিস থেকে এসে তো আর উঠতে পার নি ! আজ অফিস না গেলেই হতো না ?

সোমনাথ। (আত্মপ্রসাদের সুরে) ওরে বাবা…আমার অফিসে না গেলে কি চলে ! (দেয়ালে টাঙ্গানো ব্র্যাকেট থেকে জামাটা নিয়ে পরতে পরতে) কাল এক সাহেব কোম্পানীর কাছ থেকে Urgent order এসেছে। আজকেই স Delivery দিতে হবে। আমি প্রেসে না থাকলে তে আর কথাই নেই। সব ভুল করে বসে থাকবে ! এই তে এত বুড়ো হয়ে পড়েছি অথচ এখনও এমন Compose করে দেব যে…(জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে) ব সবাই লিখতে পারে কিন্তু Compositor এর কাজ করা…

[কথাটা বলে ফেলেই সোমনাথ চুপ করে যান মাথা নীচু করে খাটের তলা দেখতে লাগলেন।

—কৈ জুতোটা কোথায় ?

মহামায়া। তুমি কি এখন কম্পোজিটারের কাজ করো নাকি ?

সোমমাথ। (আমতা আমতা করে) হ্যাঁ মানে…আমার কাজ এখ অন্য এক ভদ্রলোক করছেন কিনা…তাই গিরিশঙ্করবা বাধ্য হয়েই Compositor এর কাজই…

মহামায়া। তিনি দেন নি। তুমিই জোর করে নিয়েছ বল।

সোমনাথ। হ্যাঁ…না…মানে ঠিক…ব্যাপারটা যে…(জুতোটা পরতে লাগল)

মহামায়া। মাইনেও তাহলে তুমি কম পাচ্ছ !

সোমনাথ। হ্যাঁ। তা কিছু কম পাচ্ছি। তবে কিছু দিনের মধ্যেই আবার ঐ আগের মাইনেই—

মহামায়া। কৈ ? এ কথা তো বল নি ?

সোমনাথ। বলবো বলবো করেও বলা হয়ে ওঠে নি আর কি ! তা ছাড়া আমার রোজগার তো ঠিক কমে নি…সন্ধ্যে বেলা প্রেস থেকে আসবার সময় নীলরতনের ছোট ছেলেটাকে ঘণ্টা খানেকের মত—

মহামায়া। বলছিলাম যে অশোক হাসপাতাল থেকে আসবার আগেই তুমি চাকরীটা ছেড়ে দাও।

সোমনাথ। (গম্ভীর হয়ে গিয়ে) কেন ?

মহামায়া। অশোক জানতে পারলে রাগ করবে ?

সোমনাথ। কি বললে ? অশোক রাগ করবে ? (অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে) করুক রাগ ! যখন বাবাকে লুকিয়ে, মাকে লুকিয়ে, বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে ট্রেণে হকারী করতে গিয়েছিল তখন ওর মনে হয় নি এ কথা জানতে পারলে বাবা রাগ করবে ?…অফিসের চাবিটা দাও !

[মহামায়া বিছানার তলা থেকে চাবিটা বার করে দিতে সোমনাথ তা পকেটে রাখলেন।]

মহামায়া। (বোঝানোর স্বরে) ইউনিয়ন করা তুমি পছন্দ করো না। তার কাজ করতে গিয়েই চাকরী গিয়েছে এ কথা জানলে

তুমি পাছে রাগ করো তাই তোমাকে বলতে পারে নি। এই তো আজ তিনমাস ধরে তুমি আবার চাকরী নিয়েছ একবার করে রোজ হাসপাতালে গিয়ে ওকে দেখেও আসছ। কিন্তু কৈ, ওকে বলতে পারলে তোমার চাকরীর কথা! জিজ্ঞেস করলেই তো বলো গীতার রোজগারে সংসার চলছে। কেন বলতে পারো নি? শুনলে অশোক রাগ করবে বলেই তো!

সোমনাথ। (হঠাৎ কান্না-লাগা গলায়) রাগ করবে না বুঝলে? ভগবান যার একটা হাত আর একটা পা শরীর থেকে কেড়ে নিয়েছেন সে আর রাগ করতে পারে না?

[সোমনাথ কথাটা বলে ফেলেই যেন যাবার জন্মে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।]

মহামায়া। (ভিজে গলায়) ছাতা নেবে না?

সোমনাথ। ওঃ দাও।

[মহামায়া ছাতা দিতে সোমনাথ আবার প্রস্থানোদ্যত হন।]

মহামায়া। একটু বসে যাও।

[সোমনাথ এসে বসলেন খাটে। গলার চাদরটা দিয়ে ভিজে চোখ দুটোকে মুছে ফেললেন]

সোমনাথ। সেই অফিসের দেরী হয়ে গেল।

মহামায়া। (একটু পরে) গীতু কোথায় কি কাজ করে বল তো?

সোমনাথ। ঐ যে ধর্মতলায় কোন্ মাড়োয়ারী ফার্মে।

মহামায়া। একটু খোঁজ করে দেখ তো কি কাজ ও করে।

সোমনাথ। ক'দিন তো গিয়েছিলাম। দেখলাম টাইপ করছে।

মহামায়া। চাকরী নেবার পর কদিন তো দেখলাম সকাল সকাল ফিরল। এখন আবার রোজ রাত দশটার আগে বাড়ী ফিরছে না। কোনদিন আবার সারাদিন ডিউটি করে বাড়ী এসে ছুটি নাকে মুখে গুঁজেই বেরিয়ে পড়ে। ফেরে সেই সকালে। এ আবার কি অফিস বুঝি নে!

সোমনাথ। সেদিন তো জিজ্ঞেস করলাম। বললো, Over time করছি।

মহামায়া। তুমি ওকে বারণ করো। এমনিতে যা রোজগার করে, সেই ভালো। অতি বেশি খাটবার দরকার নেই।

সোমনাথ। কিন্তু সংসারে তো টাকার দরকার।

মহামায়া। তাই বলে অত বড় মেয়ে সারারাত বাইরে থাকবে···

সোমনাথ। ছুদিন বাদে সুজিতই ওর জন্যে ভাববে। আমাদের তো আর···

মহামায়া। কিন্তু—

সোমনাথ। সুজিতকে সেদিন বলেছি। ও তো রাজী!

মহামায়া। কিন্তু গীতা তো রাজী নয়।···

সোমনাথ। (বিস্মিত স্বরে) কেন ?

মহামায়া। কি করে জানবো! চাকরী করার কিছুদিন পর থেকেই কেমন যেন ও হয়ে গিয়েছে। সুজিত এলে ভালো করে কথাও বলে না। সব সময়েই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।··· সেদিন সুজিতের সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে, বললো যে না, ও বিয়ে করবে না।

সোমনাথ। সংসারের মুখের দিকে চেয়েই বলেছে। ওর টাকাতেই তো এক রকম সংসার চলছে। ধার দেনা শোধ দিয়ে আমি যে টাকা মাইনে পাই তাতে তো সাতদিনের খরচাও চলে না।

মহামায়া। জানো, গীতা বলছিল যে এমনিতেই তো বাবার, আমার টাকায় সংসার চলছে না···ওতো একটু আধটু থিয়েটার টিয়েটার করতে পারে। যদি সখের দলে মাঝে মাঝে থিয়েটার করে, তাহলে আরও কিছু টাকা···

সোমনাথ। (রাগান্বিত হয়ে) কি বললে? গীতা, গীতা এই কথা বলেছে?

মহামায়া। হাঁ, বলছিল আজকাল তো অনেক মেয়েই এই রকম করে—

সোমনাথ। রোজগার করে, এই তো? তাতে কি হয়েছে? অনেকে করে বলেই ওকে করতে হবে।···কোন্ বংশের মেয়ে ও, সে কথা কি গীতা ভুলে গেছে!

মহামায়া। তাও বলেছিলাম। বললো বংশ মর্য্যাদার চাইতে অর্থের মর্য্যাদা আজকাল অনেক বেশি।

সোমনাথ। একটু লেখাপড়া শিখেই আজকাল বুঝি এই সব কথা বলতে সুরু করেছে! (বিহ্বল স্বরে) ছিঃ, ছিঃ, এই কথা ও ভাবতে পারলো কি করে?···আজ সখের দলে প্লে করবে, কাল পাবলিক বোর্ডে করবে। পরশু দিন সিনেমায় নামবে···ছিঃ ছিঃ···

মহামায়া। বলছিল তুমি যদি রাজী হও, তাহলে—

সোমনাথ। (আরও রেগে) আমি রাজী হবো! কি! তুমি রাজী আছ মেয়েকে এমনিভাবে রাস্তাঘাটে নেচে বেড়াতে দিতে! বলো!

মহামায়া। আমার আবার মতের কি আছে। কোনদিনই নিজের মত বলে কিছু ছিল না। আজও নেই।

সোমনাথ। না। না। তুমি বলে দিও ওকে ও সব থিয়েটার-ফিয়েটার করা এ বাড়ীতে থেকে চলবে না!

মহামায়া। কি বলছো তুমি!

সোমনাথ। ঠিকই বলছি। বলে দিও ওকে।

[সোমনাথ রাগতভাবে বেরিয়ে যান। মহামায়া ব্যথিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর রমানাথের কাছে গিয়ে তাঁর হেলান মাথাটাকে ঠিক করে দিয়ে ভেতরে যেতে উদ্যত হন। অসীম ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে।]

অসীম। মা, মা,

মহামায়া। কিরে?

অসীম। বড্ড খিদে পেয়েছে মা। কিছু খেতে দাও। আমাকে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে।

মহামায়া। কি এমন রাজকার্যে ঘুরে বেড়াস।

অসীম। সে কথা এখন বলবো না মা, যথাকালে জানতে পারবে।

মহামায়া। তোর এমন চেহারা হয়ে যাচ্ছে কেন? কি হয়েছে? দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছিস।

অসীম। শুধু আমি একা নই মা, সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাই কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে!

মহামায়া। রাস্তায় অমন টোটো করে না ঘুরে বেড়ালেই তো পারিস। ভালো লাগে অমন করে ঘুরে বেড়াতে।

অসীম। হাঁ মা, খুব ভালো লাগে! রাস্তায় রাস্তায় কেমন সাততলা, দশতলা বাড়ী উঠ্ছে।...কেমন রাতের বেলা কোলকাতা আলোয় আলোয় ভরে যাচ্ছে। কেমন ডাষ্টবিনের ধারে বসে মানুষগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাবার খাচ্ছে। দেখতে বেশ ভালো লাগে মা। বেশ ভালো লাগে। তাই বলে ভেবো না মা, দিনরাত আমরা শুধু এই দেখে বেড়াই... একদিন দেখবে মা, আমি আর অজয় ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে ফেলেছি। চিরদিনই এ দুঃখু আমাদের সইতে হবে না।......

মহামায়া। একটা চাকরী বাকরী যেমন করে হোক তুই যোগাড় কর খোকা। ওঁকে আর চাকরী করতে দেওয়া উচিত না!

অসীম। তুমি কি মনে কর মা সে কথা আমি বুঝি না...কিন্তু কি করবো বল তো...আমি আর অজয় দাদার এ্যাকসিডেণ্টের পর থেকে কত অফিসের দরজায় দিনের পর দিন ঘুরেছি। কিন্তু কৈ কিছুই তো হলো না...কিন্তু শেষকালে আমি আর অজয় ঠিক করলাম...মা...এভাবে নয়...তার চাইতে... (চুপ করে গিয়ে) না'। কিছু না।

মহামায়া। খোকা! আমার কাছে কথা লুকোস নি!...

অসীম। উহুঁঃ। যদি successful হই। একদিন সব কথা বলে তোমাদের সবাইকে অবাক করে দেব।

মহামায়া। (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) তোরা কি ভেবেছিস বল তো।…সবাই আমার কাছে কথা লুকোচ্ছিস? একদিন দেখবি, তোদের সবাইকে লুকিয়ে…

[অসীম মহামায়াকে জড়িয়ে ধরে]

অসীম। ভয় নেই মা, আর যাই করি, কখনো দাদার মত ট্রেণে হকারী আমি করবো না… [অসীম ভেতরে যেতে গেল]

মহামায়া। হাঁরে অশোককে হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়বে?

অসীম। House surgeon তো বললেন যে Visiting surgeonকে একবার দেখিয়েই দাদাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বোধ হয় আজ সকালেই তার visiting time.

মহামায়া। তাহলে তুই একবার হাসপাতালে গিয়ে খবরটা নিয়ে আয়!

অসীম। আচ্ছা মা!…

[অজয় প্রবেশ করল]

অজয়। অসীম।…

মহামায়া আর কি! অজয় এসে গেছে। এইবার বেরিয়ে পড়।

অসীম। মা, আমরা এখন অত্যন্ত গুপ্ত আলোচনা করব। তোমাকে একবার ভেতরে যেতে হবে।

মহামায়া। মার কাছে লুকোবার মত কি কথা যে ছেলেদের থাকতে পারে তা বুঝতে পারি না?

অসীম। আছে। কিন্তু এখন বলব না।…

মহামায়া। যা করবি, ভেবে করবি। করার পরে যেন ভাবতে বসিস না। [মহামায়া ভেতরে চলে যান]

অসীম। গিয়েছিলি ?

অজয়। হাঁ।

অসীম। কি হলো ?

অজয়। পাওয়া গেছে।

অসীম। (আনন্দে) পাওয়া গেছে ? ওঃ, তুই একটা কাজের কাজ করেছিস। চমৎকার জায়গায় ঘরটা, নাঃ। আমিও একটা কাজের কাজ করেছি।

অজয়। কি !

অসীম। তুই তো ভাবছিলি আমি বুঝি এমনি এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অজয়। দূর, তা ভাববো কেন ? তুই তো খুব কাজের। বরঞ্চ আমিই কোন কাজের নই।

[অজয় দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল]

অসীম। আবার তুই ঐ ফ্যাস্‌ফ্যাস্‌ করে শ্বাস ফেলছিস ?

অজয়। কি করেছিস বল ?

অসীম। জানিস, এক ভদ্রলোক ধারে আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র দেবেন বলেছেন। বিক্রী করে দাম দিলেই চলবে।

অজয়। (আনন্দে) সত্যি !

অসীম। হুঁ। কিন্তু কিছু টাকা তো দরকার। তুই যার বাড়ীতে থাকিস তাকে বলেছিলি ?

অজয়। হাঁ।

অসীম। কি বললেন ?

অজয়। দেবেন বলেছেন।

অসীম। (আরও আনন্দে) এ্যাঁ, এতক্ষণ এই কথাটা তুই চেপে রেখেছিলি ?

অজয়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে টাকা নেব না।

অসীম। কেন ?

অজয়। আমাকে দিতে চান না। তুই নিলে দিতে পারেন।

অসীম। ওতো এক কথাই হলো রে। আমি নেওয়াও যা। তুই নেওয়াও তা। ও আমিই সই করে নেব'খন। তাহলে আমরা পয়লা তারিখ থেকেই স্বুরু করছি। কেমন ? (আপন মনেই প্রায়) একটা করে দিন যাবে। আমাদের ব্যবসা বাড়তে থাকবে। অনেক বড়। অ-নে-ক বড়। দোকান থেকে ছোট্ট একটা কারখানা করব। তারপর সেই ছোট্ট কারখানা থেকে একটা বিরাট কারখানা। হাজারে হাজারে লোক আমাদের কারখানায় কাজ করবে···

অজয়। (হঠাৎ) আমার কিন্তু ব্যবসা করতে ইচ্ছে করে না।

[অসীমের স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে যায়।
বিস্মিতভাবে তাকায় অজয়ের দিকে]

অসীম। কি করতে ইচ্ছে যায় !

অজয়। কবিতা লিখতে। কাল সন্ধ্যা বেলায় জেটীর ধারে গিয়ে বসেছিলাম। ছোট্ট ঢেউগুলো উঠছে, পড়ছে। চাঁদের আলো চিকমিক করছে জলে। ছপছপ করে নৌকা বওয়ার আওয়াজ হচ্ছে। বাড়ী এসে কবিতা লিখে ফেললাম। তোকে শোনাব ?

অসীম। হাঁ, হাঁ শোনাস্।

অজয়। মন কি হতে চায়। আর সমাজ সংসার কি করায়, না!

অসীম। আরে বাবা লিখবি, লিখবি। কারখানা হোক আগে। তারপর যেমন ঐ চানাচুরওয়ালাটা চানাচুরের ওপর কবিতা লিখেছে। তেমনি তুই কারখানার ওপরে—

অজয়। (উঁচু গলায়) অসীম!...

অসীম। রাগ করলি!...

অজয়। না চল্।

[অসীম ও অজয় বাইরে গেল। বাইরে থেকে]

অসীম। (নেপথ্যে) মা, সুজিতদা এসেছেন ?

[সুজিত ঢুকল, অন্যধার দিয়ে মহামায়া ঢুকলেন]

মহামায়া। কে সুজিত ? এসো, এসো, বসো।

[সুজিত বস্‌ল।]

সুজিত। গীতা কোথায় মাসিমা ?

মহামায়া। সকালে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তার সঙ্গে কোথায় যেন গেল। এখুনি হয়তো এসে পড়বে। লোকটাকে দেখে আমার ভালো লাগলো না। কেমন যেন বদ চেহারা। এমনভাবে কথা বলছিল গীতার সঙ্গে। তুমি গীতাকে এসব লোকের সঙ্গে মিশতে বারণ করতে পার না।

সুজিত। গীতা বড় হয়েছে। নিজের ভালোমন্দ সে বোঝে।

মহামায়া। তুমি অশোকের বন্ধু! এ বাড়ীর ছেলের মতই—

সুজিত। (প্রায় আপন মনে) না হলেই বোধ হয় ভালো হতো মাসিমা। তাহলে তো অশোককে—

মহামায়া। কি বলছো তুমি সুজিত—

সুজিত। (চমকে) এ্যাঁ, না কিছু না···

মহামায়া। তুমিও শেষকালে—

সুজিত। মাসিমা।···একটা কথা অনেকদিন ধরেই বলবো বলবো মনে করছিলাম···কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি···অশোকের চাকরী যাবার কথা আমি জানতাম। কিন্তু বাড়ীর এ অবস্থা দেখে আমি সে কথা বলতে পারিনি। তাকেও বারণ করেছিলাম। যদি বলতাম তাহলে হয়তো অশোকের—

মহামায়া। এতে তোমার তো কোন দোষ নেই সুজিত।···ভালো মনে করেই তুমি হয়তো বলোনি! আচ্ছা সুজিত, মেয়েদের থিয়েটার করাটাকে তুমি পছন্দ করো···

সুজিত। নেশা পেশায় না দাঁড়ালে আর আপত্তির কি আছে! কেন মাসিমা!

মহামায়া। না গীতা বলছিল, আজকাল নাকি অনেক মেয়েই সখের দলে অভিনয় করে। বেশ রোজগার করে সংসারও চালায়। ও যদি···

সুজিত। (মুখ গম্ভীর হয়ে যায়) যে অবস্থার মধ্যে পড়ে ভদ্রঘরের মেয়েদের থিয়েটার করে পেট ভরাতে হয়, গীতা এখনও সে অবস্থায় আসেনি মাসিমা···

[গীতা প্রবেশ করবে]

গীতা। চলে যাচ্ছেন!

সুজিত। হাঁ, যাবো মনে করছিলাম।

গীতা। (নির্লিপ্ত ভাবে) ওঃ।

মহামায়া। এখুনি যাবে কেন? একটু বসো না। এক কাপ চা করে আনি।

সুজিত। না। না। দরকার নেই।...

[মহামায়া প্রস্থান করলেন।]

গীতা। কৈ? গেলেন না!

সুজিত। তুমি অফিস যাবে না?

গীতা। না। ছুটী নিয়েছি ক'দিনের।

[গীতা ভেতরে যেতে গেল]

সুজিত। শোন। আজকাল তুমি আমাকে এড়িয়ে চলো কেন?

গীতা। বলো দেখা হয় না, এড়িয়ে চলি এ কথা তুমি বলতে পার না।

সুজিত। মাসীমা, তোমার বিয়ের কথা বলছিলেন।

গীতা। ওঃ।

সুজিত। তোমার কি মত!

গীতা। মাকে তো আমি আমার মত বলেছি।

সুজিত। কি!

গীতা। এখন আমার বিয়ে করা সম্ভব নয়।

সুজিত। কেন?

গীতা। এখন তোমার পক্ষে আমাকে বিয়ে করা সম্ভব নয় বলে।

সুজিত। আমি মত দিয়েছি।

গীতা। না জেনেই মত দিয়েছ।

সুজিত। চাকরী করাটাকে আমি অন্যায় মনে করি না।

া। জানি।

। তাহলে…

[ঝলমলে পোষাক পরে একটি ১৯।২০ বছরের মেয়ে, নাম শিপ্রা প্রবেশ করল।]

শিপ্রা। গীতা! উঃ বাপ্‌রে বাপ্ তোর বাড়ী বার করতে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেলাম।

গীতা। এই গলির মধ্যে সব চেয়ে পুরোনো আর ভাঙ্গা বাড়ীটা যে আমাদের, এ কথা স্কুলের সব মেয়েই জানত। ব্যাপার কি? হঠাৎ আমার এখানে।

শিপ্রা। ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি, তোকে উদ্ধার করে দিতে হবে।

গীতা। সে কি রে! বড় লোকেরা আবার বিপদে পড়ে! স্নজিতদা। আমার বন্ধু শিপ্রা। আর ইনি দাদার বন্ধু স্নজিতদা…

[নমস্কার করল দুজনে]

গীতা। ভারী মজার কথা শোনালি?

শিপ্রা। ঠাট্টা রাখ্ তো! আমার কথা শোন।

গীতা। বল্।

শিপ্রা। কাল আমার জন্মদিন। তোকে যেতে হবে।

এতে বিপদের কি হল! তুই তো অন্ততঃ তিন বছর আগেকার জন্মদিনটাকে—এ বছরের বলে চালাচ্ছিস!…

প্রা। আবার ঠাট্টা!

তাহলে তোর বিপদের কথাটাই শুনি!

শিপ্রা। আমার জন্মদিন উপলক্ষে পরশুদিন নটীর পূজা প্লে হবে। অনিতা রাণীর পার্ট করছিল। অসুখ বাধিয়ে বসে আছে।

গীতা। তা আমি কি করব।

শিপ্রা। তোকে পার্টটা করে দিতে হবে!

গীতা। আমি পারব না!

শিপ্রা। পারলে তুই পারবি। কৃষ্ণা বলছিল আজকাল নাকি তুই—

গীতা। (উত্তেজিত হয়ে) কি! কি বলেছে কৃষ্ণা! ও তো চিরকালই আমার বিরুদ্ধে—

শিপ্রা। (বিস্মিতভাবে) এমন কিছু বলে নি। বরং তোর প্রশংসাই করছিল।

গীতা। (আশ্বস্ত হয়ে) ওঃ।

শিপ্রা। তাহলে করে দিবি তো!

গীতা। না রে, আমার সময় হবে না।

শিপ্রা। (সুজিতকে) আপনি একটু বলে দিন না!

সুজিত। (গীতাকে) বলছে যখন করে দাও না!

গীতা। বেশ করে দেব। টাকা দিবি!

শিপ্রা। (পরিহাস তরল সুরে) হুঁ।

গীতা। কত!

শিপ্রা। (আগের সুরে) দশ!

গীতা। উহুঁঃ।

শিপ্রা। (হাসতে হাসতে) কুড়ি!

গীতা। উহুঁ!

শিপ্রা। পঁচিশ।

গীতা। উহুঁ।

শিপ্রা। ত্রিশ!

গীতা। উহুঃ

শিপ্রা। ঠাট্টা রাখ্।

গীতা। ঠাট্টা আমি করছি না!

শিপ্রা। সত্যি সত্যি টাকা চাইছিস।

গীতা। তুই কি মনে করছিলি আমি মিথ্যে মিথ্যে চাইছিলাম···

[শিপ্রার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। বেরিয়ে যেতে যেতে বলে।]

শিপ্রা। কৃষ্ণা তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল। (সুজিতকে) নমস্কার। যথেষ্ট ধন্যবাদ আপনাকে।

[শিপ্রা চলে গেল। গীতা হাসতে থাকে। সুজিতের মুখ দেখে থেমেও যায়।]

সুজিত। এই ভাবে তোমার বন্ধুকে বিদায় দেওয়া উচিত হয়নি।

শিপ্রা। কেন! জন্মদিনে দশহাজার টাকা খরচ করতে পারে। আর আমাকে টাকা দিতে পারবে না।

সুজিত। বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্লে করবার কথা তুমি ভাবতে পারলে কি করে?

গীতা। কেন? টাকা নিয়ে প্লে করাটা তুমি পছন্দ করো না।

সুজিত। কি ব্যাপার বল তো! একটু আগেই তোমার মাও এই কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—.

গীতা। আমিই জিজ্ঞেস করতে বলেছি। কি বলেছেন মাকে!

সুজিত। তোমার মাকেই জিজ্ঞেস করো।

[সুজিত চলে গেল। গীতা ডাকল।]

গীতা। মা, মা

(মহামায়া এলেন)

মহামায়া। কি রে!

গীতা। সুজিতদা আমার এ্যামেচার পার্টিতে থিয়েটার করতে চাওয়ার কথা শুনে কি বলেছে!

মহামায়া। বললো, যে অবস্থার মধ্যে পড়ে ভদ্রঘরের মেয়েদের থিয়েটার করে পেট ভরাতে হয় তোর এখনও সে অবস্থা আসে নি।

গীতা। জানতাম। মুখে আমরা নিজেদের যতই প্রগতিশীল বলে মনে করি না কেন,...আসলে আমরা এখন কুসংস্কারের বেড়ার মধ্যে আটকে পড়ে আছি। অথচ আজকে মানুষ টাকার জন্যে কি না করছে।...টাকার জন্যে কি না সে করতে পারে—

মহামায়া। ওঁকেও বলেছিলাম।...

গীতা। (একটু চুপ করে) কি বললেন?

মহামায়া। উনিও রাজী নন।...

গীতা। ওঃ...আচ্ছা মা, ধরো, আজ যদি আমার চাকরী চলে যায়। তাহলে সংসারের কি হবে? তখন তোমরা সকলেই বলবে ...তুই থিয়েটার কেন...যা মনে চায় তাই কর...শুধু টাকা এনে দে...টাকা...

[মহামায়া স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনতে থাকেন।]

যে টাকায় বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে, মুদির দোকানের দেনা শোধ হবে। দাদার...দাদুর চিকিৎসা হবে। এ বাড়ীর সকলের পেট ভরবে। বল মা...জবাব দাও...বল, বলবে

না !...বলতেই হবে মা, একথা বলা ছাড়া তোমার, বাবার, দাদার, কারুর কোন...

[গীতা মুখ ঘুরিয়েই দেখে মহামায়া স্তব্ধ বিস্ময়ে গীতার কথা শুনছেন। গীতা চুপ করে যায়।]

মহামায়া। (কম্পিত কণ্ঠে) তুই...তুই...একথা বলতে পারলি ? ...একথা...একথা তুই আমাদের সম্বন্ধে বলতে পারলি ? ভাবতে পারলি ?

[মহামায়া ভেতরে চলে যান। গীতা মাথা নীচু করে বসে নিজের একটা উদ্গত কান্নাকে চাপতে চেষ্টা করে। যতীন ঢুকলেন। গীতাকে ঐভাবে দেখে

যতীন। কি হয়েছে মা ?

গীতা। (মুখ তুলে) কৈ ? কিছু তো হয় নি।

যতীন। তোমার শরীরও তো অনেক খারাপ হয়ে গেছে। কি হয়েছে ? চাকরীতে খুব খাটুনি বুঝি ?

গীতা। হাঁ, তা...খাটুনি আছে বৈকি ?...যতীনদাদু, দাদুর শরীরটা আজ তত ভালো নেই। সেই সকাল থেকেই ঐভাবে শুয়ে আছেন।

যতীন। (চেয়ার টেনে রমানাথের কাছে বসে) রমা, রমা...

রমানাথ। (চোখ খোলেন, যতীনকে দেখে একটু আনন্দিতও হন)

যতীন। শরীর খারাপ হয়েছে নাকি ?

রমানাথ। (মাথা নেড়ে) না।

যতীন। (পকেট থেকে যোগ-বশিষ্ঠ রামায়ণ বার করে) শুনবি ?

রমানাথ। (ঘাড় নেড়ে) হাঁ।

[যতীন সুর করে পড়তে থাকেন]

যতীন। ভঙ্গুর বিকারযুক্ত দেহের সমান।
আর কিছু নাহি ভবে দুঃখের নিদান॥
আজ আছে কাল নাই এমন দেহেতে।
মমতা স্থাপন করে ভেসেছি দুঃখেতে॥
হয় নাই কভু মোর আত্ম-সাক্ষাৎকার।
দেহাত্মবোধেতে তাই ঘটেছে বিকার॥
এ দেহের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়ে।
দেহ যেন দেহ নয়; গেছে আমি হয়ে॥
অথচ মৃত্যুর কালে দেহ থাকে পড়ে।
দেহেতে আমিত্ব-বোধ আর নাহি কয়ে॥

যতীন। (পড়া থামিয়ে) শুনেছিস ? পরশু রাতে সতীশ—আমাদের সতীশ হঠাৎ মারা গেছে।

রমানাথ। (ঘাড় নেড়ে) হাঁ।

যতীন। (আবার পড়তে সুরু করে)
দেহ মূলে হেন ভ্রান্তি ঘটেছে আমার।
তার জন্যে পাইতেছি যাতনা অপার॥
আমি দেহ নহি, দেহ মোর আবরণ।
আবরণহীন হলে হয় না মরণ॥

যতীন। (পড়া থামিয়ে) সতীশ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল, না ?

রমানাথ। (ঘাড় নেড়ে) হাঁ।

যতীন। কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল বল তো।

রমানাথ। (ঘাড় নেড়ে সায় দেয়)

যতীন। প্রায়ই তো বলতো আমি একশ বছর বাঁচবো।

রমানাথ। (সায় দেয়)

যতীন। (কম্পিত কণ্ঠে) অথচ সবার আগেই চলে গেল।

রমানাথ। (ঘাড় নেড়ে নিজেকে দেখায়।)

যতীন। দূর পাগল!...আমি এবার যাব। তুই পরে এসেছিস, তুই পরে...

[রমানাথের মুখে বোধ হয় বেদনার ছাপ দেখতে পায়, তাই তাড়াতাড়ি বলে।]

যতীন। আমি এখন চললুম বুঝলি?... ওঃ, কথায় কথায় একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি। দেখ্ কাল আমি কিছুদিনের জন্যে পুরীতে যাব।...ওখান থেকে কটা তীর্থ ঘুরে আসব...

[জনৈক ভদ্রলোক ঢুকলেন। নাম শঙ্কর]

শঙ্কর। এটাই কি সীমা দত্তের বাড়ী!...

যতীন। না তো ভাই এখানে তো সীমা বলে কোন মেয়ে থাকে না।

শঙ্কর। এটা তো আঠার নম্বর বাড়ী!

যতীন। হাঁ। কিন্তু এখানে সীমা দত্ত বলে তো কেউ—

শঙ্কর। হাঁ, এই বাড়ীই হবে। এর আগে তো কয়েকবার রাত্রির বেলা পৌঁছে দিয়ে গেছি।

যতীন। কেমন দেখতে বল তো?

শঙ্কর। বয়স ১৯।২০, অবিবাহিতা। দেখতে শুনতে বেশ ভালোই... যিনি আজকাল...

[গীতা প্রবেশ করলো]

এই তো…নমস্কার সীমা দেবী……

গীতা। (একটু বিরক্তভাবে) আবার এলেন যে শঙ্করবাবু…

শঙ্কর। হাঁ, এই…

(যতীনের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর চুপ করে গেল। যতীন তা লক্ষ্য করে।)

যতীন। (রমানাথকে) আমি চলি, কেমন? আজ রাতের ট্রেণেই যাব। একমাস বাদে আবার দেখা হবে। (যতীনের হাত রমানাথ চেপে ধরাতে) না রে না…একমাসের মধ্যেই চলে আসব…ততদিন যেন…চললুম গীতা মা!

[যতীন চলে গেল]

গীতা। বসুন। (দুজনে অন্য কোণে বসল)

গীতা। বলুন!

শঙ্কর। দেখুন, সেদিন আমরা তিনরাত্রির কথা আপনাকে বলে-ছিলাম। অপরেশবাবু আবার বলে পাঠালেন যে চার রাত্রিরের জন্যেই আপনাকে আমাদের দরকার। অবশ্য extra এক nightএর জন্যে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হবে।

গীতা। দেখুন আপনি এসে পড়েছেন ভালোই হয়েছে। নয়তো আমাকেই খবর পাঠাতে হত। অপরেশবাবুকে বলবেন আমি করতে পারব না। Advanceএর টাকাটা আমি দু'একদিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে দেব।

শঙ্কর। টাকা ফেরৎ দেবার কথা হচ্ছে না।…বিশ পঁচিশ টাকায় আমাদের কিছু যায় আসে না। ও রকম অনেক টাকাই অনেক মেয়ে মাঝে মাঝে নিয়ে গিয়ে ডুব দেন। দেখুন সীমা দেবী অনেক মেয়ের চাইতে আপনি দেখতে শুনতে ভালো, গলাও আপনার মিষ্টি। তাই অপরেশবাবু অন্যান্য মেয়েদের চাইতে আপনাকে বেশি পছন্দ করেন। তা নইলে Per-nightএ আপনাকে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় তাতে…

গীতা। দেখুন শঙ্করবাবু আপনার কথাগুলো ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না!

শঙ্কর। এ লাইনটাই হচ্ছে out of track-এর জন্যে কিছু মনে করলে চলে না।…

গীতা। আপনাদের লাইন নিয়ে আপনারা থাকুন। আমার দরকার নেই।

শঙ্কর। (বিদ্রূপের সুরে) ভূতের মুখে রামনামের মত শোনাচ্ছে না। এ লাইনে আপনারও তো কম দিন হলো না। যাকগে, কথাটা একটু ভেবে দেখবেন চার রাত্রিতে আপনি দুশ টাকার মত রোজগার করতে পারতেন। এটা—

গীতা। (রাগতঃ ভাবে) আঃ কতবার আপনাকে এক কথা আমি বলব।…আপনি এখন যান' তো?

শঙ্কর। বলছেন, যাচ্ছি। তবু আমার কার্ডটা রেখে গেলাম। যদি দু'একদিনের মধ্যে আবার মত পালটান তা হলে কার্ডে টেলিফোন নম্বর আছে সেইখানে একটু রিং করে দেবেন।

আরও যদি টাকার দরকার মনে হয় তাহলে কাউকে পাঠিয়ে দেবেন, দরকার মত টাকা দিয়ে দেব।

[শঙ্কর কার্ডটা টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল গীতা কার্ডখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। রমানাথ তার দিকেই চেয়ে আছেন দেখে তাঁর কাছে ছুটে আসে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই তার জানুতে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মহামায়া প্রবেশ করেন গীতাকে ঐভাবে কাঁদতে দেখে জিগ্যেস করেন।]

মহামায়া। কি হয়েছে রে গীতু?

গীতা। কিছু না মা। [গীতা ভেতরে যেতে যায়]

মহামায়া। দাঁড়া।

গীতা। কিছু বলবে।

মহামায়া। কাঁদছিলি কেন?

গীতা। এমনিই।

মহামায়া। (কাছে এসে গায়ে হাত দিয়ে) কোন কথা আমার কাছে লুকোস নি। বাপ মায়ের কাছে কোন কথা লুকোতে নেই।

গীতা। কৈ, কোন কথাই তো লুকোই নি।

মহামায়া। তাহলে সুজিতের সঙ্গে বিয়েতে তোর আপত্তি কি?

গীতা। আপত্তি সুজিতদাও করবেন মা!

মহামায়া। না করবে না। সুজিতকে জিজ্ঞেস করছি। তা ছাড়া সুজিত তোকে—

[অজয় তাড়াতাড়ি ঢুকল]

অজয়। মাসিমা। অশোকদাকে Hospital থেকে আজই Discharge করে দেবে!

মহামায়া। তাই নাকি? তাহলে তুই আবার চলে এলি কেন? অশোককে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই পারতিস?

অজয়। অসীম হাসপাতালে আছে।

মহামায়া। ওঃ…তুই বরঞ্চ ওঁকে একটু টেলিফোন করে দে… তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসবার জন্যে।

অজয়। আসবার সময়েই আমি টেলিফোন করে দিয়েছি। কিন্তু অশোকদার দশদিনের বেড ভাড়া ত্রিশ টাকা আর ক্রাচের দরুণ পঁচিশ টাকা পাওনা রয়েছে। তাছাড়া কিছু বকশিস্ টকশিস্ দিতে লাগবে। অন্ততঃ ষাট টাকা তো দরকার। নইলে তো অশোকদাকে ছাড়বে না!

মহামায়া। ষাট টাকা! (চিন্তিত ভাবে) ষাট টাকা আবার এখন কোথায় পাব! মাসের শেষ! আমার কাছে তো একটা পয়সাও নেই। গীতু তোর কাছে আছে?

গীতা। আমার কাছেও তো টাকা নেই।

মহামায়া। (ব্যস্তভাবে) তাহলে?……তুই ওঁকে টাকার কথা বলিসনি।

অজয়। না মাসীমা!

মহামায়া। তুই তাহলে তাড়াতাড়ি ওঁর অফিসে গিয়ে…

গীতা। বাবা আবার মাসের শেষে টাকা কোত্থেকে পাবেন?

মহামায়া। ও কারুর কাছ থেকে যোগাড় করে দেবেখ'ন। তুই যা তো!

গীতা। (একটু গম্ভীর সুরে) কালকের কথা কি ভুলে গেলে?

মহামায়া। কি কথা?

গীতা। দশটা টাকার বিশেষ দরকার পড়েছিল। কিন্তু বাবা অফিসের সবায়ের কাছে চেয়েও টাকা পান নি। শেষকালে আমাকেই সেটাকা যোগাড় করতে হয়েছিল। একদিনেই তাদের অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়ে যাবে না যাতে তারা বাবাকে ষাট টাকা দিতে পারবে!

মহামায়া। (কান্নাভরা অধৈর্য সুরে) তাহলে কি হবে? তিনমাস অশোক হাসপাতালে পড়ে। ছুটি পেয়েও কটা টাকার জন্যে সে আসতে পারবে না? (রাগত সুরে) কি যে দরকার তোদের রোজগার করবার তা বুঝতে পারি না? হঠাৎ দরকার পড়লে তোরা কটা টাকাও বার করতে পারিস না?

গীতা। (অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) দেখো মা আজ পর্যন্ত যতবার তোমাদের টাকার দরকার পড়েছে। আমিই এনে দিয়েছি। আর তুমি কিনা...

মহামায়া। (রাগত ভাবে) যাক্ তোদের সঙ্গে আর তর্ক করতে পারি না।

অজয়। (চঞ্চল হয়ে) আমি দেখব...যদি...

গীতা। থাক্ তোমাকে দেখতে হবে না...(কার্ডটা খুঁজতে থাকে কোথায় যে গেল কার্ডটা! (খুঁজে পেয়ে) হাসপাতালের

কাছেই এই ভদ্রলোক থাকেন। আমার নাম করে বললেই ষাট টাকা দিয়ে দেবেন। হাঁ শোন···যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন তাহলে বোলো সীমা দেবী রাজী আছেন।

অজয়। (অল্প আশ্চর্য হয়ে) আচ্ছা।

[অজয় চলে গেল। গীতা ভেতর দিকে যায়।]

মহামায়া। (গম্ভীর স্বরে) সীমা দেবী রাজী আছেন এ কথার মানে কি গীতা।

গীতা। বাইরে অনেকে আমাকে ঐ নামেই জানে।

মহামায়া। তার মানে।

গীতা। জানতে চেওনা।

মহামায়া। ঐ ভদ্রলোক কে!

গীতা। (গম্ভীর স্বরে) দরকারের সময় টাকা পেয়েছ। এর বেশি কোনদিন জানতে চাওনি। আজও জানবার চেষ্টা করো না মা···

[গীতা নিজের কান্না চাপবার চেষ্টা করতে করতে ভেতরে চলে গেল। মহামায়া রমানাথের কাছে এগিয়ে এলেন।]

মহামায়া। বাবা!

রমানাথ। (চোখ খুললেন)

মহামায়া। সকাল থেকেই কিছু খান নি। একটু দুধ খাবেন।

রমানাথ। (ঘাড় নেড়ে) না।

মহামায়া। অশোক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে এখুনি আসবে!

সোমনাথ। (ম্লান হাসলেন)

মহামায়া। গীতাটা আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে। কি যে করছে। কি যে ভাবছে!...

(সোমনাথ ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলেন।

সোমনাথ। অশোক এসে গেছে!

মহামায়া। না। এখনও আসে নি।

সোমনাথ। (ব্যস্তভাবে) ওঃ, তাহলে তো আমার হাসপাতালে যাওয়াই ভালো ছিল। কি যে তাড়াহুড়ো করে টেলিফোনে কথাগুলো বলল! বুঝতেই পারলাম না! যাই...আমি তাহলে হাসপাতালেই...

মহামায়া। (বাধা দিয়ে) তোমার আবার যাবার কি দরকার! ওরা এখুনি তো এসে পড়বে। হাতে কি ওগুলো!

সোমনাথ। ছটিখানি সুজি আর পাঁপর কিনে আনলাম। জানি তো ঘরে কিছু নেই। ও এলেই একটু হালুয়া করে দেবে। আর পাঁপর কটা ভেজে দেবে। বড্ড ভালোবাসে খেতে। হাসপাতালে তো ও সব খেতে পাই নি।...নাও।

মহামায়া। অশোক খেতে পারবে?

সোমনাথ। হাঁ, কেন,পারবে না?

মহামায়া। (জিনিসগুলো নিয়ে) বাঁ হাত দিয়ে...কি...

সোমনাথ। (অতর্কিতে এই প্রশ্নে সোমনাথ একটু চকিত হয়ে) কেন পারবে না?...এই তো সেদিন আমার সামনেই দেখলাম কেমন বাঁ হাতে টপটপ করে ভাত খাচ্ছে...ক্রাচ নিয়ে এমন চমৎকার হাঁটতে পারে, মনে হয় যেন একটা

স্বাভাবিক মানুষই হেঁটে যাচ্ছে। ও যা ছেলে না; দেখবে ঐ শরীরেই ও আগের মত সব কাজ করতে পারবে···

হামায়া। (হঠাৎ কান্নায়) আবার ট্রেণে হকারী করতে পারবে না তো !!

ামনাথ। (একটু ভিজে গলায়) এই সময় তুমি যদি আবার কাঁদতে সুরু করো তাহলে অশোক এসে···গীতা কোথায় ?

হামায়া। (সংযত হতে হতে) ঘরে।

ামনাথ। অফিস যাবে না!

হামায়া। জানি না। বোধহয় ছুটি নিয়েছে।

ামনাথ। বেড ভাড়ার আর ক্রাচের দরুণ তো অনেকগুলো টাকা লাগবে। কোত্থেকে দিলে ?

হামায়া। আমি দিই নি। গীতা দিয়েছে। কে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে নিতে বললো অজয়কে।

ামনাথ। কে ভদ্রলোক ?

হামায়া। জানি না। জিগ্যেস করতে দু কথা শুনিয়ে দিল! কি যে আজকাল হয়েছে মেয়েটার! তোমাকে তো বললে কানে শুনবে না। একদিন দেখবে ও ঠিক অশোকের মত একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে।

ামনাথ। (রাগতঃ সুরে) তুমি ডেকে দাও গীতাকে।

হামায়া। দিচ্ছি! দেখো আজকের দিনে তুমি যেন ওকে কড়া কথা বলো না!

ামনাথ। যা বলবার আমি বলব। তুমি ডেকে দাও তো!

[মহামায়া ভেতরে চলে গেলেন]

[গীতা ঢুকল একটু পরেই]

গীতা। বাবা তুমি আমাকে ডাকছ ?

সোমনাথ। হাঁ।

গীতা। কি বলছ !

সোমনাথ। আমি জানতে চাই, তুমি যার কাছ থেকে অজয়কে দিয়ে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছ, সে কে ! তার সঙ্গে কি তোমার সম্পর্ক ?

গীতা। (হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে) কি হয়েছে আজ তোমাদের বল তো ! এক কথা মা জিগ্যেস করছে, তুমি জিগ্যেস করছো ...কেন ? কিসের জন্যে...

সোমনাথ। (রাগত ভাবে) দরকার আছে। তাই জিগ্যেস করছি

গীতা। এর আগেও বহুবার দাদার চিকিৎসার জন্যে অনেকের কা থেকেই টাকা চেয়ে এনেছি...কৈ ? একবারও এ কথ জিগ্যেস করার দরকার মনে কর নি। চাকরি করার প থেকেই—

সোমনাথ। কি এমন তোর চাকরি ? যে ফিরতে রোজ অত রাত হয় !

গীতা। চাকরি ! চাকরি !! চাকরি ! তুমি কি মনে করো অত রাত অবধি আমি চাকরি করি !

সোমনাথ। তাই তো বলিস ?

গীতা। না। চাকরি করি না। অত রাত অবধি—কোনদিন সারারাত ধরে—কোন অফিসের Over time হয় না। আর Ove time করেও একজন কেরাণী মাসে দুশ টাকার বেশি

রোজগার করতে পারে না। আজকের দিনে পয়সা রোজগার করা অতি সহজ নয়। পয়সা অত সহজে কেউ দেয় না।

[সোমনাথ বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে যান। ওদিকে রমানাথ এদের উত্তেজিত কথাবার্তায় নড়েচড়ে হাবভাবে তাদের শান্ত হতে বলেন। কিন্তু তাকে কেউ লক্ষ্য করে না।]

সামনাথ। তাহলে কি করিস তুই রোজ সন্ধ্যে বেলায়। কি করে টাকা রোজগার করিস!

াীতা। (বিদ্রূপের সুরে) থিয়েটার করে। এখন আমার বেশ নাম হয়েছে। সীমা দত্ত বললে এ্যামেচার পার্টির সকলেই আমাকে চিনবে। দু দিন বাদে দেখবে—

সামনাথ। কিন্তু এ কথা তুই—

া। এতদিন বলিনি কেন, এই তো! জানতাম্, শুনলে তোমরা অমত করবে। কিংবা টাকার জন্যে তোমরা হয়ত অমত নাও করতে পারতে। কারণ আমার টাকা না হলে দাদার অত বড় চিকিৎসার খরচ চলতো না…সংসার চলতো না। আমার টাকা নিতে তোমাদের ঘৃণা হতো না,…কিন্তু আমাকে ঘৃণা করতে। আমার জন্যে পাঁচজনের কাছে তোমরা লজ্জা পেতে।

সামনাথ। (ক্রোধের সঙ্গে) খুব হয়েছে! তুই যা। থিয়েটারী ঢঙে তোকে আর কথা বলতে হবে না। তোরা সবাই ঠগ্। মিথ্যেবাদী। তুই আমার বংশের নাম ডুবিয়েছিস, তুই যা আমার সামনে থেকে। (গীতা কি যেন বলতে গেলে) যা বলছি আমার সামনে থেকে। থিয়েটার করে পয়সা

রোজগার করে এনে এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন তুই রাজ্য জয় করে এনেছিস। যা বলছি আমার সামনে থেকে।

[গীতা ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই মহামায়া প্রবেশ করলেন।]

মহামায়া। কি বলেছো তুমি মেয়েটাকে! যে ও ঘরে শুয়ে অমন করে কাঁদছে!

সোমনাথ। কি আবার বলবো? তোমার মেয়ে—

[অসীম দ্রুত প্রবেশ করল।]

অসীম। মা, বাবা! দাদা এসে গেছে!

[মহামায়া, সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অজয় অশোককে ধরে প্রবেশ করে। অশোকের সুন্দর চেহারা। বয়স ৩৩।৩৪। তবে অল্প দাড়ি ওঠা মুখ এক অপরিসীম বেদনায় ভারাক্রান্ত। অনভ্যস্ত ক্রাচ নিয়ে অশোকের চলতে অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে পারা যায়। অশোক যা হোক করে চেয়ারে বসে হাঁপাতে থাকে। রমানাথ মুখ ঘুরিয়ে অশোককে দেখতে চেষ্টা করেন।]

অশোক। দাদু কেমন আছে মা?

মহামায়া। (গভীর সহানুভূতিতে) ভালো বাবা। আসতে কোন কষ্ট হয় নি তো।

অশোক। না মা কষ্ট কি? ট্যাক্সি করে তো এলাম। বাসেই অনায়াসে আসতে পারতাম। ঐ বাঁদর দুটো কিছুতেই আসতে দিল না।

[অশোক উঠে দাঁড়াতে আবার চেষ্টা করে।]

সামনাথ। তোর আবার ওঠবার কি দরকার !!

অশোক। তিনমাস শুধু শুয়ে আর বসে কাটিয়েছি। আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। তুমি বুঝি ভাবছো আমি ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে পারবো না। খুব পারবো। ক্রাচ নিয়ে হাঁটা তো খুব সহজ।

সামনাথ। (মহামায়ার দিকে তাকিয়ে) সে তো সহজই। কিন্তু এখন থাক, পরে হাঁটিস্।

অশোক। পরে কেন ? এক্ষুনি তোমাকে হেঁটে দেখিয়ে দিচ্ছি।

[অশোক অনভ্যস্তভাবে হাঁটতে চেষ্টা করে। পারে না। অজয় তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে।]

অশোক। (সবাইকে একবার দেখে নিয়ে) মা, গীতাকে দেখতে পাচ্ছি না তো ? অফিসে গেছে বুঝি ?

মহামায়া। না তো। ভেতরে আছে।

অশোক। গীতা জানে না আমি আসব ?

মহামায়া। হাঁ জানে বৈকি! যা তো অসীম, গীতাকে ডেকে নিয়ে আয় তো ?

[অসীম ভেতরে চলে যায়। অশোক আবার হাঁটতে চেষ্টা করে।]

অশোক। সুজিত বোধ হয় জানে না আমি আজই আসব। বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে বেশ বোকা বনে যাবে। না মা। সুজিত বোকা বনে যাবে। রাগও খুব করবে আমার ওপর।

[অশোক হাসতে চেষ্টা করে।]

অশোক। জানো বাবা হাসপাতাল থেকে চলে আসবার সময় খুব কষ্ট হচ্ছিল। সত্যি বলছি! মনে হচ্ছিল যেন অনেক

আপনজনকে ছেড়ে চলে আসছি। সকলেরই তো আমা মত অবস্থা। কারুর একটা হাত কাটা গেছে। কারু একটা পা। জানো বাবা, সেদিন একজন ভর্তি হবে তার দুটো পা'ই নেই। অথচ শুনলাম সংসারে সেই নাি একমাত্র......

[অশোক যখন কথা বলছে, তখন অসীম ভেত থেকে এসেছে। মাকে কাছে পেয়ে কি যেন বলে সুরু করেছে সে। একটা চিঠিও তার হাতে তার কথা শেষ করার আগেই অশোকের এদিং দৃষ্টি পড়েছে। তাড়াতাড়ি সেদিকে আসতে আসতে

অশোক। কি হয়েছে রে অসীম ?

অসীম। (শুষ্ক কণ্ঠে) কিছু না দাদা!

অশোক। কি হয়েছে মা ?

মহামায়া। (চাপা কণ্ঠে) কিছু না। কি আবার হবে ?

অশোক। (উত্তেজিত কণ্ঠে) মা! তুমি আমার কাছে কথা লুকোচ্ছ বল মা কি হয়েছে! বল !!

মহামায়া। (অবরুদ্ধ কণ্ঠে) গীতা···গীতা···বাড়ী থেকে চলে গেছে।

অশোক। (চীৎকার করে) মা !···

[অশোক তাড়াতাড়ি অসীমের হাত থেকে চিঠিটা টেনে নিয়ে পড়তে থাকে। সোমনাথ ভেতরের দিকে পা বাড়ান। অজয় বিস্মিত। মহামায়া ক্রন্দনরতা। এমন অবস্থায় দুদিকের পর্দা মিশে যায়।]

তৃতীয় অঙ্ক

[আগের দৃশ্য। সময় সকাল। ষ্টেজে কেউ নেই। ইজিচেয়ারে চাদর ঢাকা অবস্থায় যিনি শুয়ে আছেন তাঁকে দর্শক দেখতে পাচ্ছে না। যতীন প্রবেশ করলেন। হাতে রামায়ণ, এক প্যাকেট তাস, একটা চাদর ইত্যাদি। যতীন বোধ হয় রমানাথকে একটু বিস্মিত করে দেবার জন্যে আস্তে আস্তে আগিয়ে আসেন। তারপর কৌতুকভরেই চাদরটা গা থেকে টেনে নিতেই রমানাথের জায়গায় অশোককে শায়িত দেখে চমকে ওঠেন। অশোকের শারীরিক বিকলতার দিকে নজর পড়ে তার মুখ এক অভাবিত বিবর্ণতায় ভরে যায়। কি বলবেন যেন ভেবে পায় না।]

যতীন। তুমি···তুমি···

অশোক। মাস তিনেক হলো ফিরেছি।

যতীন। ওঃ, রমানাথ তাহলে—

অশোক। আমার হাসপাতাল থেকে আসবার পরেই দাদু হঠাৎ একদিন চলে গেলেন। আপনি তো এখানে ছিলেন না ?

যতীন। না, আমি তো একমাসের জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনমাসের আগে ফিরতে পারলাম না। কেমন যেন মন বলছিল যে ফিরে গিয়ে আর দেখতে পাব না। (যতীনের চোখ জলে ভরে যায়। চশমা খুলে চোখটা মুছে নিয়ে) আমারই দোষ ! একমাস বলে তিনমাস কাটিয়ে এলাম। কি করে গেলো ?

অশোক। (ভিজে গলায়) কিছু না করেই। ঘুমিয়ে ছিলেন। ম
এসে ডাকলেন। সাড়া দিলেন না। জানেন, আমা
জন্মেই দাতু অত তাড়াতড়ি চলে গেলেন।

যতীন। না। না। তা কেন হবে! বয়েস হয়েছিল তো! আমঃ
তিন বন্ধু। সতীশ সবার ছোট ছিল। ওই সবার আগে
গেল। ভেবেছিলাম এবার আমার পালা। কিন্তু হিসে
মানলো না রমানাথ। আমার আগেই চলে গেল।

[যতীনের চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

জানো অশোক, জ্ঞান হয়ে অবধি রমানাথ আমার বন্ধু
জ্ঞান চলে যাবার আগে পর্যন্ত বন্ধুত্ব সে রেখে গেল। তুঃ
এই, তার শেষ কটা দিনে আমি তার পাশে থাকে
পারলাম না।

অশোক। আরও কটা দিন হয়তো দাতু বাঁচতেন কিন্তু আমাকে এ
অবস্থা দেখার পর বোধ হয় আরও বেশি করে বুঝে
পেরেছিলেন invalid হয়ে বেঁচে থাকা কত ব
tragedy.

যতীন। (কাঁদতে কাঁদতে) এই তাস জোড়াটা এনেছিলাম। ভে
ছিলাম ওর কাছে বসে রোজ পেসেন্স খেল্‌ব। কি
পেসেন্স খেলা দেখার পেসেন্স ওর রইল না। চলে গেল
আমি চলি অশোক। এবার একা একা বসে নিজে
যাবার দিনগুলো গুনি গে।

[যতীন চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। অশোক একটা
খাতার ওপরে বাঁ হাত দিয়ে কি সব লেখবার চেষ্টা করতে

লাগল। অসীম ঢুকল। আস্তে আস্তে অশোকের কাছে এসে তার লেখা দেখতে লাগল।]

অশোক। (মুখ তুলে একবার অসীমকে দেখে আবার লেখায় মনোযোগ দিল) কি দেখছিস ?

অসীম। বাঁ হাতে লেখা তোমার তো বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে।

অশোক। বসে বসে এই করি আর কি।

অসীম। বেশ সুন্দর লেখা হয়ে গেছে। ক'দিন পরে বোঝাই যাবে না যে—

[অসীম ইচ্ছে করেই চুপ করে যায়]

অশোক। কি বোঝা যাবে না ?

অসীম। কিছু না।

অশোক। ডান হাত কাটা যাবার পর বুড়ো বয়সে বাঁ হাতে অভ্যেস করে লেখা তা কেউ বুঝতেই পারবে না। না। (ম্লান হেসে) যে লিখবে। সে কিন্তু বুঝতে পারবে।

অসীম। তোমার এ্যাকসিডেণ্টের কথা তুমি ভুলে যাও তো বড়দা। মনে কর······

অশোক। জন্ম থেকেই আমার একটা হাত, একটা পা নেই, না। [অসীম চলে যেতে গেল] কোথায় যাচ্ছিস ?

অসীম। এই······

অশোক। দোকানে ?

অসীম। (চমকে) এ্যাঁ, (স্বাভাবিক হয়ে) হ্যাঁ।

অশোক। দোকান কেমন চলছে।

অসীম। ভালোই।

অশোক। শুনলাম তোরা নাকি একটা কয়েক হাজার টাকার অর্ডার পেয়েছিস ?

অসীম। হাঁ।

অশোক। বাবা বলছিলেন যে তুই নাকি দোকানে থাকিস না।

অসীম। (প্রায় চমকে) আমি ! না, আমি তো……

অশোক। ক'দিন গিয়ে তোকে বাবা দেখতে পান নি। অজয়কে জিগ্যেস করলে ঠিক মত জবাব দিতে পারে না। কোথায় থাকিস ?

অসীম। (ইতঃস্ততঃ করে) কোথায় আবার ? Order secure করবার জন্যে……

অশোক। তাহলেও দোকানে কিছুক্ষণ থাকা দরকার। অজয় অবশ্য ছেলে খুবই ভালো। কিছু মনে করবে না। তবুও তার ওপরে চাপ যাতে কম পড়ে সেদিকে তোর নজর দেওয়া উচিত।

অসীম। আচ্ছা। [অসীম প্রস্থানোদ্যত হ'ল

অশোক। শোন।

অসীম। বল।

অশোক। শরীরের ওপর একটু নজর দে। চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

অসীম। আচ্ছা। [আবার প্রস্থানোদ্যত

অশোক। শোন। অজয় আজকাল এ বাড়ীতে কেন আসে না রে ?

অসীম। (হঠাৎ চেঁচিয়ে) তা আমি কি করে বলব। তাকে জিগ্যেস করলেই তো……

অশোক। কি হলো! হঠাৎ রেগে উঠ্লি কেন ?

অসীম। (শান্তভাবে) কি জিগ্যেস করছিলে দাদা।

অশোক। বলছিলাম, আজকাল অজয় তো এখানে আসে না। আগে তো রোজ আস্ত।

অসীম। কি করে আসবে বল! সারাদিনই তো দোকানে থাকে।

অশোক। ওঃ। হাঁ শোন, কাল একটি ছেলে এসে তোর খোঁজ করছিল। নাম বললো অরুণ। কে সে!

অসীম। আমার এক পুরোনো বন্ধু···

অশোক। ছেলেটাকে দেখে ভালো লাগল না। কেমন যেন বকাটে চেহারা। কথাবার্ত্তাও ভালো করে বলতে জানে না। দেখিস্ এ সব ছেলের পাল্লায় পড়ে যেন ফাঁকিতে পড়িস না।

অসীম। (উত্তেজিত ভাবে) না, না, অরুণ আমাকে কখনো ফাঁকি দেবে না। কখনো না। কখনো না।

অশোক। বলছিলাম যে এ ধরণের ছেলেরা ভালো হয় না। একটু সাবধানে থাকাই ভালো।

অসীম। (তেমনি উত্তেজিত ভাবে) আমি অরুণকে ভালোভাবে চিনি। ও আমাকে কক্ষণো ফাঁকি দেবে না। বরঞ্চ ওই তো আমাকে—

অশোক। (ধমকে) কি হয়েছে তোর বলতো। তখন থেকেই দেখছি তুই কথায় কথায় রেগে যাচ্ছিস।···

অসীম। (নিজেকে সংযত করতে করতে) কি আবার হবে আমার ? কৈ কিছুই তো হয় নি। কিছুই হয়নি।

[বলতে বলতে অসীম বাইরে চলে যায়। অশোক আবার বসে লিখতে যাবে ; মহামায়া ভেতরে থেকে ডাকবেন।]

মহামায়া। (নেপথ্যে) অশোক। আয়, খাবি আয়।

অশোক। যাই মা। (অশোক ভেতরে গেল।)

[একটু পরেই সোমনাথ আর মহামায়া ঢুকলেন।]

সোমনাথ। (ব্যস্তভাবে) উঃ আবার আজ সেই দেরী হয়ে গেল। ধীরেন বাবু আজ—

মহামায়া। ধীরেনবাবু কে গো !

সোমনাথ। ঐ যে আমাদের—(থেমে গিয়ে) ওহো, ধীরেনবাবু তো নয়, গিরিশঙ্কর বাবু !—আজকাল আর কিছুই মনে থাকে না—কি যে হয়েছে ? হাজার বার ক'রে গিরিশঙ্কর বাবু বলে দিলেন যে—আটটার মধ্যেই প্রেসে আসবেন আর সেই দেরী হয়ে গেল।

মহামায়া। আজকাল তো তুমি রোজই সকাল সকাল বেরোচ্ছ !

সোমনাথ। কৈ আর বেরোচ্ছি ! এই তো আজ দেরী হয়ে গেল। অসীম গেল কোথায় ?

মহামায়া। কোথায় আর যাবে ? দোকানেই গেছে।

সোমনাথ। দোকানে আর ও থাকে কোথায় ? ক' দিন ধরেই তো দোকানে দেখতে পাচ্ছি না। ভেতরে ভেতরে কি যে করছে কে জানে ?

মহামায়া। সব ব্যাপারেই তোমার সন্দেহ করা বাতিক হয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ। একের পর এক যা ঘটে যাচ্ছে তাতে তো কিছুই অসম্ভব নয়! কোনদিন হয়ত শুনবো দোকানটা অসীমদেরই নয়। ওরা ওখানে কাজ করে।

মহামায়া। পাগলের মত যা তা কথা বলো না তো। একদিন দেখবে ঐ অসীমই সংসারে শ্রী আনবে।

সোমনাথ। হাঁ। সকলেই আনলো। এবার ঐ অসীমই বাকী। অশোকের বিয়ে দিয়ে ছেলের বৌ আনবে বলে দেশময় মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলে। গীতার বিয়ে দিয়ে নাতি-নাত্‌নির মুখ দেখবে। সব সাধই তো তোমার মিট্‌লো। এইবার বাকী সাধটা অসীম মেটাবে।

[একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোমনাথ প্রস্থানোদ্যত হলেন]

মহামায়া। শোন।

সোমনাথ। আবার কি বলছো?

মহামায়া। গীতার চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি।

সোমনাথ। দেবার দরকারও নেই।

মহামায়া। ঘরের মেয়েটাকে এমনি ভাবে পর করে দেবে?

সোমনাথ। ঘরের কথা মনে থাকলে ও কখনও একটা চরিত্রহীন, লম্পট লোকের সঙ্গে চলে গিয়ে—

মহামায়া। সে দোষ আমাদের। দিনের পর দিন গীতা রোজগার করে এনে সংসার চালিয়েছে সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ!

সোমনাথ। কে বলেছিল তাকে এমনিভাবে রোজগার করতে। ওর চাইতে না খেয়ে কাটাতুম তাও ভালো ছিল।

মহামায়া। কথাটা বলা সহজ। কাজে করা অত সহজ নয়।

সোমনাথ। (রেগে) কোন্ কাজটা করা সহজ আর শক্ত সে বুদ্ধি আজ কি তোমার কাছ থেকে নিতে হবে? তোমাকে আমি—

[অশোক প্রবেশ করে]

অশোক! তোর মাকে বারণ করে দে, ও যেন গীতার কথা আমার কাছে না তোলে। এ বাড়ীর কেউ গীতার কথা মুখে না আনে।

[সোমনাথ চলে যায়]

মহামায়া। (কান্নামাখা গলায়) শুনলি অশোক, ওঁর কথা শুনলি? মুখে না আনলেই বুঝি গীতার কথা মন থেকে মুছে ফেলা যাবে।

অশোক। তুমি ভেবো না মা, গীতা যে পথ নিয়েছে সেটা শিল্পের পথ, সাধনার পথ। আমরা ভুলতে চাইলেও একদিন দেখবে দেশের লোকের মুখে মুখে ওর কথা ঘুরে বেড়াবে।

মহামায়া। সেদিন ও হয়ত আমাদের কাছ থেকে আরও দূরে যাবে।

অশোক। না মা। সুজিত আসুক। গীতাকে ওকে গ্রহণ করতে বলবো। আমি জানি, সুজিত গীতাকে এখনও বিয়ে করতে রাজী আছে। ওর কাছ থেকে কথা নিয়ে আমি গীতাকে লিখব। আমি জানি, গীতাও রাজী হবে। তার পরের ভাবনা ওরাই ভাববে।

মহামায়া। তাই যেন হয়।

অশোক। (বসে) মা, আমার গায়ে চাদরটা দিয়ে দাও তো। হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে আমাকে দেখে তার ভয় না হয়। (একটু থেমে) ঘৃণাও না হয়।

[মহামায়া চাদরটা টেনে দিয়ে ভিতরে চলে যাবেন, এমন সময় বিমল, জনৈক ইনসিওরেন্স এজেন্ট, ঢোকেন বেশ হন্তদন্তভাবে।]

বিমল। কৈ! কোথায় গেল অশোক! এই তো। অমন করে চাদর ঢেকে বসে আছ কেন? শরীর খারাপ নাকি!... কাকীমা যাবেন না। অনেক কথা আছে। (অশোককে) আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না বাবা। ছটিমাস আসতে পারিনি...কোম্পানীর কাজে বাইরে গিয়েছিলুম...

অশোক। বসুন বিমলদা।

বিমল। (বসে) যাবার আগে তুমি কথা দিয়েছিলে আমি ফিরে এলেই অন্ততঃ তিন হাজার টাকার কেস করবে! মনে আছে? কাকীমা, আপনি যেন আবার চলে যাবেন না। অনেক কথা আছে। (অশোককে হাসতে দেখে) না। না। হাসির কথা নয়। সই করিয়ে তবে উঠ্‌ব। দুদিন বাদে তো ঘর সংসার...

মহামায়া। (শুষ্ক কণ্ঠে) আমাকে কি বলবে বিমল?

বিমল। কি আবার? (মহামায়ার কাছে উঠে এসে) অশোকের ঘর সংসারের ব্যবস্থা করে এলাম। মীনা, আমার নিজের শালী নয়, একটু দূর সম্পর্কের, ওর সঙ্গেই অশোকের...

মহামায়া। (হতচকিত ভাবে) বিয়ে। অশোকের!!

বিমল। বাঃ, আপনার মনে নেই, একদিন আমাকে বললেন অশোকের জন্যে মেয়ে দেখতে।

মহামায়া। হাঁ, তা বলেছিলাম, কিন্তু অশোকের তো…

বিমল। খুব পছন্দ হবে কাকীমা! চমৎকার দেখতে। আমার বোয়ের স্বভাবের ঠিক উল্টো। আমারটি যেমন কালী-কালো, মিনা তেমনি হাঁস-ফরসা। আমারটি খরখরে, ইনি সাতচড়ে না করে না। আমার বৌ যেমন কাজের নাম শুনলেই ভূত দেখে, এ তেমনি স্বর্গ হাতে পায়। ডানদিকে যেতে বলুন, ডানদিকেই যাবে। বাঁয়ে বলুন, বাঁয়ে। চমৎকার বৌ হবে কাকিমা। আপনি শুধু অশোককে বলে দিন, বিয়ের আগেই অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকার…

[অশোক অস্বাভাবিক ভাবে জোরে হেসে ওঠে। বিমল অশোকের কাছে আসতে আসতে]

না। না। হাসির কথা নয়। কাকীমা আপনি… (পেছন ফিরে মহামায়াকে দেখতে না পেয়ে) বাঃ, কাকীমা আবার চলে গেলেন। (অশোকের কাছে বসে) হাসির কথা কিছু বলিনি। ফর্মে সই করিয়ে নিয়ে তবে উঠ্‌বো—

অশোক। (ম্লান হাসির সঙ্গে) বাঁ হাতে সই করলে চলবে?

বিমল। খুব চলবে। এখন তো বাঁ হাতের কাজ কারবারই বেড়েছে। হাঁ দেখেছো তো কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল কোন্ এক ক্যানভাসার ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে। তোমারই নামে আবার তার নাম।

অশোক। (ম্লান হেসে) শুনেছি, একটা হাত আর একটা পা নাকি কাটা গেছে।

বিমল। তাহলেই বোঝ, আজকাল accident benefit সমেত insure করাই ভালো কিনা। কোলকাতার রাস্তা। পথ চলতে গিয়ে কলার খোসায় পা হড়কালেই হলো। Premium একটু বেশি পড়বে এই যা…

অশোক। বেঁচে থেকেও মরে থাকতে হলে Premium তো একটু বেশি দিতে হবেই।

বিমল। বাঃ, বেশ বলেছ কথাটা। বেঁচে থেকেও মরে থাকতে হলে…তা আমরা তো এখন সকলেই বেঁচে থেকে মরে আছি। তা যাকগে, Premium খুব সামান্য বেশি পড়বে। এই ধরো না।

[বিমল একটা বই বার করে দেখতে থাকে। অশোক ইতিমধ্যে গায়ের চাদর সরিয়ে ফেলে]

এই যে, দেখো, Twenty years endowment করলে তোমার পড়বে…

[বিমল মুখ ফেরাতেই অশোকের ঐ অবস্থা দেখে নির্বাক হয়ে যায়।]

অশোক। (ম্লান হেসে) আমিই সেই ট্রেনের হকার বিমলদা !

[বিমল হতভম্ব, ব্যথিত, বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থাকে]

যারা accidentএ invalid হয়ে যায়, তাদের accident benefit সমেত আর insurance হয় না, না ?

বিমল। (ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে) হাঁ, হবে না কেন, হয়, খুব হয়। তবে Premium আরও একটু বেশি পড়বে এই যা। যাই হোক অফিস থেকে কদিনের মধ্যে খোঁজ খবর নিয়ে আবার আসব'খন! তবে তুমি একটু ভেবেচিন্তে দেখো এ অবস্থায় তোমার পক্ষে Premium টেনে যাওয়া সম্ভব কিনা...

[বিমল সহানুভূতির সঙ্গে কথাগুলো বলে চলে যায়। অশোক আপন মনে হেসে ওঠে। আবার বাঁ হাতে করে লেখায় মন দেয়। সুজিত ঢোকে।]

সুজিত। অশোক।

অশোক। কে সুজিত! আয়। বোস্।

সুজিত। কি করছিস?

অশোক। রোজ যা করি, তাই।

[সুজিত বসল]

সুজিত। আসতে আসতে শুনলাম, তোদের যতীনদাদু...নাকি হার্টফেল করে এক্ষুণি মারা গেছেন।

অশোক। (স্তম্ভিত স্বরে) এ্যাঃ, (চীৎকার করে) মা, মা (থেমে গিয়ে, নীচু গলায়) কেউই ত বাড়ী নেই। কে যাবে। (একটু চুপ করে থেকে) জানিস্ একটু আগেই যতীনদাদু এসেছিলেন। রোজই আসতেন। সকালে দাদুর কাছে আসতেন। সন্ধ্যেবেলায় আর এক বন্ধুর কাছে যেতেন। যেখানে তুই বসে আছিস্, সেখানে বসে থাকতেন। আজ বসেননি।

সুজিত। চলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অশোক। দাদুর জায়গায় ঠিক দাদুর মত হয়েই আমাকে বসে থাকতে দেখেই বোধ হয়।

সুজিত। তা হবে।

অশোক। দাদু জীবনকে দেখেছেন, ভোগ করেছেন, সংগ্রামও করেছেন, (কান্না ভরা গলায়) কিন্তু আমি, আমি কিছুই করতে পারলাম না। আমার স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল, কিন্তু সব, সব ধুলোয় মিশিয়ে গেল।

সুজিত। দোষ তো তোর নিজেরই। কি দরকার ছিল তোর হকারী করবার।

অশোক। একটা কিছু তো করতে হবে।

সুজিত। একটা কথা তোকে বলতে ভুলে গেছি।

অশোক। কাল তোদের অফিসের দীলিপবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোকে বলতে বলে দিয়েছেন যে তোকে কোম্পানী থেকে অন্যায় ভাবে discharge করার দরুণ তুই ঐ হকারীর কাজ নিতে বাধ্য হয়েছিলি আর তোর re-appointment caseটা ইচ্ছে করে delay না করলে তোর এই accident হতো না। সুতরাং কোম্পানীকে তোর এই অবস্থার জন্য দায়ী করে compensation দাবী করে union যে case করেছিল তার final hearing কাল হয়ে গেছে। আজই দীলিপ এসে তোকে কি রায় হয় বলে যাবে।

অশোক। Company ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হবে মনে করিস?

সুজিত। দিতেও পারে।

অশোক। আমি জানি, দেবে না। কিছুতেই দেবে না। লাখ লাখ টাকা লাভ করবে, অথচ শ্রমিকদের বঞ্চিত করবার জন্যে এরা কিনা করতে পারে। আশ্চর্য সমাজ ব্যবস্থা।

সুজিত। দেখাই যাক না কি করে!

অশোক। জানিস আমরা সমস্ত হকার মিলে এই যারা বই, দাঁতের মাজন, চিরুনি, আরসি বিক্রী করতুম সবাই মিলে ঠিক করেছিলাম একটা হকার্স ইউনিয়ন করব। আমাদের দাবী হবে কোম্পানীকে আরও কম দামে মাল দিতে হবে। আরও বেশি কমিশন দিতে হবে। আমাদের কম দামে রেলের মান্থলি দিতে হবে। আর আমাদের দাবী না মানলে—

[অশোক অভ্যেসমত এক হাত দিয়ে আর এক হাতে আঘাত দিতে যায়। পারে না। কাটা হাতটুকু নড়ে শুধু। হতাশায় নিজেকে ইজিচেয়ারে এলিয়ে দেয়।]

সুজিত। তুই শিক্ষিত ছেলে হয়ে কেন চলন্ত ট্রেনে এক কামরা থেকে আর এক কামরায় যেতে গিয়েছিলি বল তো···

অশোক। কটা ঘণ্টা মাত্র সময়! অথচ ওরই মধ্যে অন্ততঃ দুটো টাকাও তো রোজগার করতে হবে!

সুজিত। হাজার বার করে বললাম আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুই ব্যবসা কর, তুই কথা শুনলি না?

অশোক। ভয় হলো। যদি এতদিনের বন্ধুত্বের বাঁধন আলগা হয়ে যায়।

সুজিত। মিথ্যে ভয় করেছিলি!

অশোক। ও সব কথা থাক। এখন আমার কটা কথার জবাব দে।

সুজিত। বল।

অশোক। গীতাকে তুই ভালোবাসিস।

সুজিত। হাঁ।

অশোক। গীতাও তোকে ভালোবাসে।

সুজিত। জানি।

অশোক। বিয়ের কথা কখনো বলেছিস গীতাকে।

সুজিত। না।

অশোক। কেন?

সুজিত। বলি, বলি করেও বলা হয়ে ওঠে নি।

অশোক। মুখে যা বলতে পারিস নি, চিঠিতে তাই জানা। আর দেরী করা উচিত হবে না।

সুজিত। (নিরুত্তর)

অশোক। গীতার কোন চিঠি পাস নি!

সুজিত। পেয়েছি কয়েকটা।

অশোক। জবাব দিয়েছিস?

সুজিত। না।

অশোক। কেন?

সুজিত। মা বাবার কাছ থেকে চিঠির জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

অশোক। তাঁদের মত ছিল না?

সুজিত। আগে ছিল। এখন নাও থাকতে পারে।

অশোক। জবাব পেয়েছিস্?

সুজিত। হাঁ।

অশোক। কি লিখেছেন ?

সুজিত। কি মনে হয় ?

অশোক। অমত করাটাই স্বাভাবিক হবে।

সুজিত। (চিঠি বার করে) পড়।

অশোক। (চিঠি নিয়ে পড়তে লাগল) "গীতা সিনেমায় নামিতে বলিয়া তাহাকে আমাদের পুত্রবধূ করিবার অসুবিধা কি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার আপত্তি না থাকিলেই হইল। ইতি আশীর্বাদক……"

[অশোকের মুখ হাসিতে ভরে যায়।
সুজিতও মুখ টিপে টিপে সলজ্জভাবে
হাসতে থাকে।]

(উঁচু গলায়) মা, মা…

[মহামায়া প্রবেশ করলেন।]

মহামায়া। কি রে ?

অশোক। সুজিত গীতাকে বিয়ে করতে এখনও রাজী। ওর বাপ-মাও রাজী আছেন।

মহামায়া। এঁ্যা…তাই নাকি বাবা ?

সুজিত। হাঁ কাকীমা।

মহামায়া। তা তো হল। কিন্তু গীতা কি—

অশোক। গীতা, সুজিতকে কয়েকটা চিঠি দিয়েছে।

মহামায়া। ওঃ! তুমি আমাকে একটা মহাভাবনার হাত থেকে বাঁচালে! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ছেলেমানুষ

অভিমানের বশে একটা কাজ করে ফেলেছে বলে আমরা সবাই মিলে যদি তাকে দূরে ঠেলে দি, তাহলে বেচারা কি করবে বলো তো? চিঠিতে হবে না। তুমি বরঞ্চ গীতার ওখানে চলে গিয়ে—

সুজিত। তাই যাবো কাকীমা।

মহামায়া। (আনন্দে) এ কথা শুনলে যে উনি কত আনন্দিত হবেন তা বলার নয়। তুমি বাবা এখনি চলে যেও না। তোমার জন্যে একটু চা জল খাবারের—

[পোষ্টম্যানের প্রবেশ।]

পোষ্টম্যান। চিঠি!

মহামায়া। কৈ দাও! [পোষ্টম্যান চিঠি দিয়ে চলে গেল।] গীতার চিঠি বলে মনে হচ্ছে। তোকে লেখা।

অশোক। (আগ্রহে) গীতার চিঠি! কৈ দেখি…

[মহামায়া খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা অশোকের হাতে দেন। অশোক পড়তে থাকে।]

"দাদা, সুজিতদা আর বাবাকে পরপর কয়েকটা চিঠি দিয়েও কোন জবাব নেই। বাবা যাকে লম্পট, চরিত্রহীন বলেছেন তাঁরই সাহায্যে ফিল্মে কয়েকটা কাজ পেয়েছি। সুজিতদার কাছ থেকে আমার কয়েকটা চিঠির জবাব না পাওয়ায় তিনিই আমার জীবনের……"

[অশোক আর পড়তে পারে না। চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়িয়ে ভেতর দিকে যেতে যেতে বলে।]

সুজিত, গীতা তোর ভরসায় আর রইতে পারল না।...
মা, গীতা সেই ভদ্রলোককেই বিয়ে করেছে।

[অশোক ভেতরে চলে যায়। সুজিত ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। মহামায়া অধীর আগ্রহে গীতার চিঠি আবার পড়তে থাকেন। সোমনাথ প্রবেশ করেন। মহামায়া তাড়াতাড়ি চিঠিটা জামার মধ্যে লুকিয়ে উঠে দাঁড়ান।]

মহামায়া। কি হলো? ফিরে এলে যে!

সোমনাথ। আসব না তো কি? বাসে টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি পকেটে দুটো টাকা ছিল, নেই। এত রাস্তা আবার হেঁটে ফিরে আসতে হল। তুমি নিয়েছ নাকি?

মহামায়া। না তো!

সোমনাথ। তাহলে কোথায় গেল। ফতুয়ার পকেটটা দেখো তো!

মহামায়া। (দেখে) নেই তো!

সোমনাথ। তাহলে! (পকেটের কাগজগুলো বার করে তার ভাঁজ-গুলো দেখতে দেখতে) কালকে রাখলাম টাকাটা...

মহামায়া। তুমি এখন অফিস যাও তো! আমি খুঁজে রাখব'খন।

সোমনাথ। (অল্প রেগে) কি করে অফিস যাবো! মাসের সাতাশ তারিখ। পকেটে একটা পয়সাও নেই। তুমি সত্যি নাও নি তো!

মহামায়া। বললাম তো নিই নি, বারবার এক কথা কেন জিগ্যেস করছো?

সোমনাথ। মাঝে মাঝে নাও তাই জিগ্যেস করছি।

মহামায়া। ও সব বদ অভ্যেস আমার নেই।

সোমনাথ। ঐ তো সেদিন পাঁচটা টাকা নিয়েছিলে ?

মহামায়া। অসীম চেয়েছিল, দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ও যা নেয় তার দ্বিগুণ করে ফিরিয়েও দেয় বেশির ভাগ দিন।

সোমনাথ। এবার হতভাগাটা না বলেই টাকা নিয়েছে।

মহামায়া। বেশতো, অসীম আসুক ওকে জিগ্যেস করা যাবে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ ও বাড়ীর বৌটির কাছ থেকে একটা টাকা ধার করে আনছি। তাই নিয়ে—

সোমনাথ। থাক, খুব হয়েছে। তোমাকে আর ভিক্ষেয় বেরোতে হবে না।

মহামায়া। আজ প্রথম নয়। এর আগেও বহুবার এনেছি। যখন অশোক—

সোমনাথ। থাক্, তোমাকে আর পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে না। আমি হেঁটেই অফিস যাবো।

মহামায়া। দেখো, ছেলেমানুষি করো না। এতখানি রাস্তা তুমি হেঁটে যেতে পারবে ?

সোমনাথ। খুব পারবো। এই বুড়ো বয়সে যখন হাজার লোকের পায়ে ধরে—(থেমে গিয়ে) কর্তাবাবুর পায়ে ধরে চাকরী নিতে পেরেছি। যখন এখনও রোজ দশ ঘণ্টা গাধার খাটুনি খাটতে পারি। এতটুকু টুকু টাইপগুলো ত্রিশ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার আলোয় পর পর সাজাতে পারি, তখন এও পারবো।

মহামায়া। (অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) আজকাল তোমার কি হয়েছে বলো তো! সামান্য কথাতেই—

সোমনাথ। (চীৎকার করে) কি আবার হবে? মনে আনন্দ হয়েছে! সুখের দিন চলেছে কিনা? ছেলেটা হাত পা হারিয়ে ঘরে পড়ে আছে, আমি গাধার খাট্‌নি খাটছি। মেয়েটা—

মহামায়া। দুটো টাকার জন্যে তুমি যে এমন করতে পারো তা ভাবতেও পারি না।

সোমনাথ। তা ভাবতে পারবে কেন? দুটো টাকার জন্যে মানুষ কত কি করছে তা তুমি জানো?

মহামায়া। (কান্না ভরা গলায়) জানি না আবার। আমার অশোক তো দুটো টাকার জন্যেই—

সোমনাথ। কথায় কথায় তুমি অশোকের কথা তোল কেন বলো তো! আমি কি ওকে ট্রেনে হকারী করতে বলেছিলাম!

মহামায়া। তা বলো নি। কিন্তু যা লেখাপড়া শিখিয়েছিলে এছাড়া ও আর কি করতে পারতো?

সোমনাথ। লেখাপড়া শেখালেই বুঝি হাতি-ঘোড়া একটা কিছু হয়ে যেত। আজকাল উমেদারীর জোর ছাড়া কিছু হয় না, বুঝলে?

মহামায়া। হয় না মানলুম। কিন্তু পাঁচজনকে বলবার মত ওর মুখ তো থাকত!

সোমনাথ। (উত্তেজিত কণ্ঠে) বেশ। বেশ। সব দোষ আমার! অশোকের চাকরী গেল। ট্রেন accident হলো। গীত

বাড়ী ছেড়ে পালাল। অসীম ধুঁকছে। সব দোষ আমার, সব দোষ……

মহামায়া। (কান্না-ভরা গলায়) না। দোষ তোমার নয়। দোষ আমার। দোষ আমার কপালের। নইলে ওরাই বা এই পোড়া সংসারে জন্মাবে কেন? আর দুটো টাকার জন্যে ঘরের মেয়ে রাস্তায় বা বেরোবে কেন?

[অন্য একটা পোষ্টম্যান প্রবেশ করল।]

পোষ্টম্যান। আপনার নাম সোমনাথ দত্ত।

সোমনাথ। হাঁ।

পোষ্টম্যান। আপনার নামে একটা মণি অর্ডার এসেছে।

সোমনাথ। (আশ্চর্য্যের সুরে) মণি অর্ডার! আমার নামে! কে পাঠাচ্ছে!

পোষ্টম্যান। গীতা দত্ত। বোম্বে থেকে।

[সোমনাথের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়]

মহামায়া। (আনন্দে) গীতা টাকা পাঠিয়েছে! কত টাকা?

পোষ্টম্যান। দুশো।

মহামায়া। দুশো! (আরও আনন্দে) অশোক! অশোক!!

সোমনাথ। অত চীৎকার করার কি আছে? ও টাকা আমি নেব না……

মহামায়া। নেবে না।

সোমনাথ। না।

মহামায়া। তাহলে গীতা দুঃখু পাবে।

সোমনাথ। থাক্। আমাদের দুঃখু দেয়নি। (পোষ্টম্যানকে) যাও, তুমি টাকাটা refuse করে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

পোষ্টম্যান। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

মহামায়া। সংসারের এই অবস্থা। আর তুমি—

সোমনাথ। (রেগে) সংসারের এই অবস্থা তো কি হয়েছে। তাই বলে ঐ টাকা নিতে হবে!

মহামায়া। স্বেচ্ছায় সংসারে দুর্গতি টেনে আনলে—

সোমনাথ। স্বেচ্ছায় আনছি! আজ অসীম যদি জাল, জচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, জুয়া, রেসকোর্স থেকে টাকা এনে দেয়, তাই দিয়ে সংসার চালাবে! বল! জবাব দাও।

[হরি, সাধারণ পোষাকে একজন কর্মচারী, প্রবেশ করল।]

সোমনাথ। কি। তুমি আবার এসেছ যে!

হরি। কর্তা আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বললেন। আপনি এখনও কাজে যাননি বলে খুব রাগ করছেন।

সোমনাথ। (রেগে) রাগ করেছেন? আমি কর্তার খাই না পরি? কাজ করি। পয়সা নি। তাঁর রাগের অত ধার কে ধারে? যাও, বলে দাও গে যাও, আমি আজ অফিস যেতে পারব না।

হরি। বাবু বলছিলেন যে দোকানে কাজের খুব চাপ, সঞ্জয়বাবু কাজে আসেন নি। তাঁর জ্বর হয়েছে। আপনি না গেলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।

সোমনাথ। ক্ষতি হবে তো আমার কি? তাই বলে একদিনও কামাই করতে পারব না।...যাও, বল গে যাও, আমি যেতে পারব না।

মহামায়া। (বাধা দিয়ে) আঃ কি সব যা তা বলছ! (হরিকে) বাবা, তুমি যাও। বাবুকে গিয়ে বলো, ওঁর শরীর খুব খারাপ। একটু পরেই উনি অফিস যাচ্ছেন।

সোমনাথ। (হরিকে) হাঁ করে তুমি আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও। বলো গে, কাজে যাব না।

মহামায়া। (হরিকে) আমার কথাটাই গিয়ে বলো, কেমন?

হরি। আচ্ছা মা।

[হরি চলে গেল।]

মহামায়া। অফিসের লোকটাকে তুমি অমন করে তাড়িয়ে দিলে কেন?

সোমনাথ। তাহলে কি মাথায় ধান দুব্বো দিয়ে পূজো করব।

মহামায়া। অশোকের মত চাকরিটা তোমারও দেখছি যাবে!

সোমনাথ। কি বললে?

মহামায়া। কি আবার বলবো?

সোমনাথ। আমার চাকরী যাবার কথা তুমি কি বললে?

মহামায়া। বলছি, এই রকম করলে তোমারও চাকরী যাবে।

সোমনাথ। দেখো, তুমি আমার চাকরীর ব্যাপারে কোন কথা বলতে এসো না। তোমার এসব কথায় থাকবার কোন দরকার নেই।

মহামায়া। বেশ, যা ভালো বোঝ তাই কর। অশোকের মত—

সোমনাথ। আবার তুমি অশোকের কথা তুলছ।

মহামায়া। ভুলতে পারি না যে! কি করব বলো?

[মহামায়া ভেতরে চলে যান। সোমনাথ গুম হয়ে বসে থাকেন। একটু পরেই মহামায়া হাতে দুটো রূপোর টাকা নিয়ে প্রবেশ করেন।]

মহামায়া। নাও।

সোমনাথ। কোত্থেকে আনলে?

মহামায়া। অশোকের কাছে ছিল। এই টাকা দুটো নিয়ে এখন অফিস যাও তো।

সোমনাথ। (অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা গলায়) দাও।

[মহামায়ার কাছ থেকে টাকা দুটো নিয়ে]

সিঁদুর লাগানো কেন টাকাগুলোয়! নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে নিয়ে এসেছো!

মহামায়া। (ধরাপড়া গলায়) হাঁ।

সোমনাথ। কি মনে করেছ তুমি! লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে টাকা আনতে তোমার হাত এতটুকু কাঁপলো না।

মহামায়া। কাঁপলে নিশ্চয়ই আনতাম না!

সোমনাথ। (টাকা দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে) দরকার নেই আমার এ টাকায়।

মহামায়া। (হত-বিস্মিত সুরে) ফেলে দিলে!

সোমনাথ। হাঁ, দিলাম।

মহামায়া। ফেলে দিতে তোমার হাত কাঁপলো না।

সোমনাথ। লক্ষ্মীর ঝাঁপি খালি করে তুমি আনতে পারলে আর আমি ফেলে দিতে পারব না! খুব পারবো, খুব পারবো।

[সোমনাথের গলায় কান্নার আমেজ যেন]

মহামায়া। (অভিমানী কণ্ঠে) সেই জন্যেই তো লক্ষ্মীর দয়া কোনদিন হল না।

সোমনাথ। চাই না দয়া! ঐটুকু লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরতে পারলেই বুঝি ভাবছো লক্ষ্মীর দয়া হবে! ভুল! ভুল!! অত সহজে লক্ষ্মীর দয়া হয় না!

[এক অব্যক্ত বেদনা চাপতে চাপতে যেন ভেতরে চলে যান। মহামায়া একটা টাকা কুড়িয়ে অন্য টাকা কুড়োতে গিয়ে এক উদ্দত কান্না রোধ করতে সেইখানেই হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে পড়েন। অসীম প্রবেশ করে। চুল উসকো-খুসকো, ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত চেহারা তার।]

অসীম। কি ব্যাপার মা!

মহামায়া। (চেষ্টাকৃত শান্ত কণ্ঠে) কিছু না।

অসীম। (মার কাছে এসে) তুমি কাঁদছ মা…

মহামায়া। (তাড়াতাড়ি চোখ মুছে) কৈ, না।

অসীম। কি হয়েছে বলো তো!

মহামায়া। উনি আজ অফিস যান নি।

অসীম। ও, এই কথা, তা রোজই যে অফিস বেরোতে হবে, তার কি মানে আছে?

মহামায়া। অফিসে বেরোতে গিয়ে দেখেন পকেটে দুটো টাকা ছিল তা নেই।

অসীম। ওঃ, মাত্র দুটো টাকা !...এই নাও টাকা ! (পকেট থেকে অনেকগুলো খুচরো পয়সা বার করে গুনতে থাকে)

মহামায়া। টাকা দুটো তুই নিয়েছিলি ?

অসীম। হাঁ মা।

মহামায়া। ছিঃ। না বলে টাকা নেওয়া তোর উচিত হয় নি।

অসীম। (পয়সাগুলো দিয়ে) এই নাও মা। টাকা নাও। বাবাকে দুটো টাকা দিয়ে এসো। বলো অসীম নিয়েছিল।

মহামায়া। উনি যে রকম রেগে আছেন এ কথা বললে আবার তোর ওপর রাগ করবেন।

অসীম। না, না, রাগ করবেন না। তুমি দিয়ে এস তো—আমি চললুম।

মহামায়া। আবার কোথায় বেরোচ্ছিস ?

অসীম। একটু কাজে।

মহামায়া। তোকে আর বেরোতে হবে না। দিন দিন কি চেহারা হচ্ছে।

অসীম। যেতেই হবে মা, আমার luck এখন ভালো যাচ্ছে। আবার গিয়ে বসতে পারলে আরও অনেক—

মহামায়া। অনেক কি ?

অসীম। কিছু না। টাকা নেওয়ার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তার ওপর ভাবলাম হয়ত বাজার করার টাকা নেই। তাই কিছুক্ষণের জন্যে চলে এলাম।

মহামায়া। কি যে তোরা করিস কিছুই বুঝতে পারি না।

অসীম। কি করছি, কেন করছি নিজেরাই কি সব সময় বুঝতে পারি মা। [অসীম যেতে যাচ্ছে]

মহামায়া। (ইতঃস্তত ভাবে) শোন্। ব্যাশন আনার টাকা নেই। যদি পারিস কিছু টাকা সঙ্গে করে নিয়ে আসিস।

অসীম। (ম্লান হেসে) আচ্ছা মা।

[অসীম চলে গেল। মহামায়া টাকাটা সোমনাথকে দেবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় সোমনাথ প্রবেশ করলেন।]

সোমনাথ। অসীম এসেছিল ?

মহামায়া। হাঁ।

সোমনাথ। হতভাগাটা কোথায় গেল ?

মহামায়া। চলে গেল। এই নাও তোমার টাকা দুটো।

সোমনাথ। কোত্থেকে পেলে !

মহামায়া। অসীম নিয়েছিল।

সোমনাথ। কেন ?

মহামায়া। হঠাৎ দরকার পড়েছিল তাই—

সোমনাথ। দরকার থাকলেই বুঝি বাবার পকেট থেকে টাকা চুরি করতে হবে।

মহামায়া। একে চুরি করা বলে না।

সোমনাথ। হাঁ বলে। আজ বাবার পকেট থেকে নিচ্ছে। কাল রাস্তার লোকের পকেট থেকে নেবে। দোকানদারি করে তো আর বাবুদের বাবুগিরি চলবে না।

মহামায়া। দোকানদারী করেই তো আজ তিনমাস ধরে সংসার টানছে।

[জনৈক পেয়াদা প্রবেশ করল।]

পেয়াদা। অসীম রায় আছেন ?

সোমনাথ। কি দরকার।

পেয়াদা। তার নামে একটা সমন্ আছে।

সোমনাথ। সমন্! কিসের সমন্!

পেয়াদা। নিলেই বুঝতে পারবেন।

সোমনাথ। আমাকে দিতে পারবেন ?

পেয়াদা। অসীমবাবু নেই ?

সোমনাথ। না।

পেয়াদা। তাহলে আপনি নিন।

সোমনাথ। দাও।

[সই করে সমন্ নিলেন। পেয়াদা চলে গেল।
সোমনাথ সমন্ পড়তে থাকেন।]

মহামায়া। কি ব্যাপার গো !!

সোমনাথ। কি আবার !! হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা ধার করেছে অসীম। আর ধার শোধ করতে পারে নি ব'লে এক ভদ্রলোক অসীমের নামে কেস করেছে।

মহামায়া। কি বলছো তুমি ?

সোমনাথ। বলবো আবার কি! এই তো তার সমন্! অশোক! অশোক !!

[অশোক প্রবেশ করল।]

অশোক। কি বলছো বাবা ?

সোমনাথ। ছাখ, তোর ছোট ভায়ের কাণ্ডটা দেখ। হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা নিয়েছে।

[অশোকের হাতে সমন্ দিল।]

অশোক। হ্যাণ্ডনোট লিখে টাকা নিয়েছে! না, না এ কাজ কক্ষণো অসীম……

[অশোক হ্যাণ্ডনোটটা নিয়ে পড়তে থাকে]

সোমনাথ। এক এক করে সব কটা ছেলেমেয়ে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে!…(হতাশায়) দিক্‌গে… [প্রস্থানোদ্যত হল]

মহামায়া। তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ!

সোমনাথ। (পাথুরে গলায়) কোথায় আবার যাব। কাজে যাচ্ছি। টাকার যোগাড়ও দেখি। ছেলেটাকে জেল খাটার হাত থেকে তো বাঁচাতে হবে।

[সোমনাথ ধীরে ধীরে চলে গেলেন। মহামায়া অশোকের কাছে এসে]

মহামায়া। কথাটা সত্যি?

অশোক। হাঁ মা।

মহামায়া। অসীম শেষকালে কিনা…

অশোক। ওকে তুমি দোষ দিতে পারো না মা। সংসারের মুখের দিকে চেয়েই হয়তো—কিংবা দোকানের জন্যেই—

মহামায়া। (ব্যথিত কণ্ঠে) তাই বলে, আমাদের কাউকে না জানিয়ে—

[অসীম ব্যস্তভাবে প্রবেশ করল। তার মুখে চোখে আনন্দ উপ্‌চে পড়ছে।]

অসীম। দাদা! দাদা!! মা!!! এই তো, দাদা,…এইমাত্র তোমাদের অফিসের দিলীপদার সঙ্গে দেখা হল। দিলীপদা আমাদের বাড়ীর দিকেই আসছিলেন তোমাকে একটা খবর দিতে—

অশোক। (কিছুটা নিরুৎসাহ কণ্ঠে) কি খবর রে?

অসীম। তোমাদের কোম্পানীর ডাইরেক্টাররা তোমাকে অন্যায়-ভাবে ছাড়িয়ে দিয়েছেন বলে ট্রাইবুনাল রায় দিয়েছেন। যেহেতু তোমাকে এখন আর কাজে নেওয়া সম্ভব নয় তাই কোম্পানীকে তোমাকে দু হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছে।

মহামায়া। (কান্না-ভরা গলায়) টাকা দিয়ে ওরা তোর শরীরের ক্ষতিপূরণ করতে চাইছে। নিস্ নে ও টাকা, ফিরিয়ে দে। বলে দে, চাই না। চাই না।। চাই না।।। তোমাদের দয়ার দান চাই না।

অশোক। না, মা। ভুল করা হবে। আজকের দিনে টাকার চাইতে বড় কিছুই নেই। তা না ছেড়ে দেওয়াই ভালো।…

অসীম। আমি চললুম মা, আমার জন্যে অরুণ হয়ত…

অশোক। অরুণ! আবার তুই অরুণের সঙ্গে মিশছিস্? অসীম, এখন যাস না। একটু দাঁড়া। [অসীম দাঁড়াল।] মা, এই কাগজটা ওকে দাও তো।

[মহামায়া অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে সমন্‌টা অসীমকে এনে দিল। অসীম কাগজটা পড়ে হত-বিস্মিত হয়ে পড়ে। সে কাঁপতে থাকে। তার হাত থেকে সমন্‌টা পড়ে যায়।]

অসীম। (অস্ফুট কণ্ঠে) শেষকালে অজয়—এও করলে ? আমার নামে কেস্ করালে !! কিন্তু আমি তো কিছুই বলিনি। দোকানের সামান্য অংশও তো দাবী করি নি। আমাকে ফাঁকি দিল। তার ওপরে আবার—

মহামায়া। কি সব কথা বলছিস্ তুই। অজয় তোকে ফাঁকি দিয়েছে !!

অসীম। (তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে) কিছু না মা। ও টাকা আমি ধার করেছিলাম। ভেবেছিলাম, শোধ করে দেব। কিন্তু পারি নি। [অসীম প্রস্থানোদ্যত হলো।]

অশোক। অসীম, দাঁড়া !!

[অশোক উঠে অসীমের কাছে এসে]

তুই আমাদের কাছ থেকে কথা লুকোচ্ছিস। বল্। (সমবেদনার সুরে) সব কথা খুলে বল্ !! (আরও সমবেদনার সঙ্গে) এই রকম করে কথা লুকিয়ে বেড়াস না। শুধু কষ্টই পাবি।…বল্। মনটা হাল্কা করে ফেল। আমি তোর দাদা। আমার কাছে তোর কোন কথাই লুকোনো উচিত নয় ভাই।

অসীম। (একটা উদ্গত কান্না চাপবার চেষ্টা করতে করতে) অজয়ের এক আত্মীয়র কাছ থেকে.টাকা নিয়ে দোকান সুরু করেছিলাম। টাকাটা আমিই সই করে নিয়েছিলাম। দিনরাত পরিশ্রম করলাম, দোকানটাকে দাঁড় করাতে। তারপর যেদিন মোটা টাকার অর্ডার পেলাম, অজয় হঠাৎ বললে —দোকান থেকে আমাকে চলে যেতে। বললো, সেই

দোকানের মালিক। দুজনের নামে দোকানের লাইসেন্স করার অসুবিধে আছে বলে অজয়ের নামেই লাইসেন্স করা ছিল। ভাবতে পারি নি ও যে কোনদিন—তোমাদেরও বলতে পারলাম না সে কথা। অজয়ের বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমি তোমাদের বলতে পারি নি। অজয়কে যে তোমরা এ বাড়ীর ছেলের মতো ভালোবাসতে।

[অসীম নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না। মহামায়ার কাঁধে মাথা রেখে সে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মহামায়া তার গায়ে হাত বুলোতে থাকেন।]

মহামায়া। কিন্তু আজ ক'মাস ধরে যে টাকা এনে দিয়েছিস্ তা কোত্থেকে পেয়েছিস্।

অসীম। জুয়া খেলে।

মহামায়া। এঁ্যা।

অসীম। হাঁ মা। মনে পড়ে একদিন দুটো টাকার অভাবে বাজার হয়নি। সংসারে সবাই না খেয়ে কাটিয়েছিলাম। সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে করে হোক, যেমন করে হোক্, রোজগার করতে হবে। দাঁড়িয়ে আছি গোলদীঘিতে, হঠাৎ দেখা অরুণের সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা। সব বললাম তাকে। আমাকে নিয়ে গেল এক জুয়ার আড্ডায়। বেশ কিছু টাকা জিতে ও আমাকে দিলে। বললো, কাল আসিস। তোকে তাসের হাত সাফাই শিখিয়ে দেব। রোজ জিত্তে পারবি। ভেবেছিলাম,

আর যাবো না। কিন্তু কাঁচা টাকার লোভ সামলাতে পারলাম না। তার পরদিনও গেলাম। তারপর রোজ, রোজ…

[অসীম মাথা নীচু করে বসে থাকে। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। নেপথ্যে গিরিশঙ্কর-বাবুর ডাক শোনা যায়।]

গিরিশঙ্কর। (নেপথ্যে) সোমনাথবাবু আছেন ?

[ডাক শুনে মহামায়া ভেতরে চলে যান। অসীম উঠে গিয়ে গিরিশঙ্করবাবুকে ডাকে—]

অসীম। আসুন।

[গিরিশঙ্কর ঢোকেন]

বসুন।

গিরিশঙ্কর। (বসে) কেমন আছ তোমরা।

অসীম। ভালোই।

গিরিশঙ্কর। সোমনাথবাবু কোথায়।

অশোক। বাবা তো প্রেসে।

গিরিশঙ্কর। (বিস্মিত স্বরে) প্রেসে !

অশোক। হাঁ। বাবার অবশ্য প্রেসে যেতে একটু দেরী হয়েছে।

গিরিশঙ্কর। কিন্তু সোমনাথবাবু তো প্রেসে কাজ করেন না।

অশোক। বাবা প্রেসে কাজ করেন না ?

গিরিশঙ্কর। না। সেইজন্যেই তো আমার আসা। ছেলেটার ওপর প্রেসের ভার দিয়ে কিছুদিন বাইরে গিয়েছিলাম। এসে শুনি সোমনাথবাবুকে হতভাগাটা ছাড়িয়ে দিয়েছে।

অশোক। কতদিন হলো ?

গিরিশঙ্কর। তা অনেকদিন। শুনলাম তোমার বাবা নাকি এখন একটা জুতোর দোকানে সামান্য মাইনেয় Salesmanএর কাজ করছেন। ছিঃ ছিঃ। আমিই তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কাজ দিয়েছিলাম। আর আমার ছেলে কিনা! (অশোক ও অসীমের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে) কেন তোমরা এ কথা জানো না?

অশোক। বাবা তো এ কথা এখনও আমাদের বলেন নি।

গিরিশঙ্কর। লজ্জায় বলতে পারে নি আর কি। যাই হোক, তোমার বাবা ফিরে এলে বলো আমার ছেলের ব্যবহারের জন্যে আমি খুব দুঃখিত।

অশোক। আচ্ছা বলব।

[গিরিশঙ্করবাবু চলে যান। দুই ভাই খানিকক্ষণ নীরব-বিস্ময়ে চুপ করে থাকে।]

অশোক। মাকে এক্ষুণি কথাটা…

[মহামায়া প্রবেশ করেন, ও প্রায় পাথরের মতো ওদের কাছে এসে দাঁড়ান।]

জানো মা, গিরিশঙ্করবাবু বলছিলেন যে—

মহামায়া। (স্তম্ভিত-কণ্ঠে) আমি সব কথাই শুনেছি। (কাঁপা-কণ্ঠে) শেষকালে উনিও…

অশোক। না মা, বাবা অন্যায় কিছু করেন নি।

মহামায়া। (কান্নামাখা গলায়) তাহলে গীতাও তো অন্যায় করে নি। আমার অসীমই বা কি অন্যায় করেছে। ওরা তো সংসারের জন্যেই—

অশোক। গীতা অন্যায় হয়তো করে নি, কিন্তু অসীম করেছে।

[অসীম ব্যথাভরা দৃষ্টিতে অশোকের দিকে চায়।]

হ্যাঁ তুই অন্যায় করেছিস্। যে পথে তুই পা বাড়িয়েছিলি, তা শুধু তোর ধ্বংস নিয়ে আসৃত না। এ পরিবারের সবাইকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিত।

অসীম। (অশ্রুকণ্ঠে) আমি ভুল করেছিলাম। কখনো ভাবতে পারি নি যে অজয়—

অশোক। ও কথা ভুলে যা। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মানুষ অনেক কিছুই হয়ে যায়। অনেক কিছুই সে করতে পারে। আয়। কাছে আয়।

[অসীম অশোকের কাছে আসে]

আমি যে টাকা পাব—তা তোকে আমি দেব। তুই আবার দোকান করবি। আমি টিউশ্যানি করবো। নতুন করে আমরা আবার জীবন সুরু করব। জীবন-যুদ্ধে আমরা কখনোই হার স্বীকার করবো না। রাজী।

অসীম। (হাসিভরা মুখে) রাজী।

অশোক। নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে। চল্, খাবি চল্।

অসীম। চলো।

[অশোক, অসীম ভেতরের দিকে পা বাড়ায়। মহামায়া তাই দেখতে থাকেন। তাঁর মুখে হাসির রেখা। যদিও ছু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে পর্দা সরে আসে।]

—শেষ—

—লেখকের অন্যান্য নাটক—

বারো ঘণ্টা

নাটক নয়

বুদ্‌বুদ্‌